CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-160 ■ 19 March, 2025 ■ আগরতলা ১৯ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ৫ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভায় বললেন

মহাকুম্ভ উদীয়মান ভারতের চেতনার প্রতিফলন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.)।। মহাকুম্ভ উদীয়মান ভারতের চেতনার প্রতিফলন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের বিশেষত্ব। মঙ্গলবার লোকসভায় এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের একটি বিশেষত্ব, যা সম্প্রতি সমাপ্ত মহাকুম্ভের সময় অনুভূত হয়েছিল।

মহাকুম্ভ সম্পর্কে লোকসভায় বিবৃতি দিয়ে মোদী বলেন, যখন সমগ্র বিশ্ব চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন এই ঐক্যের বিশাল প্রদর্শনী দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই বিশেষত্বকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে অনেক নদী রয়েছে যার মধ্যে কিছু বিপন্ন। তিনি মহাকুম্ভ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নদী উৎসব সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, এটি নতুন প্রজন্মকে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব শেখাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের সক্ষমতা সম্পর্কে কিছু মহলের সন্দেহ দূর করেছে। তিনি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সাফল্যে অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রশংসা করে বলেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা দেশবাসীকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে, কারণ এটি জনগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

কুম্ভ ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.)।। মহাকুম্ভ নিয়ে মঙ্গলবার লোকসভায় বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেছেন তা সমর্থন করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা আমরা সমর্থন করি, কুম্ভ আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, প্রধানমন্ত্রী কুম্ভে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেননি।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন এমন তরুণরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আরও একটি জিনিস চান, তা হল কর্মসংস্থান। গণতান্ত্রিক কাঠামো অনুসারে, বিরোধী দলনেতার কথা বলার সুযোগ পাওয়া উচিত, কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা বলতে দিচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত।'

সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে টাকা নয়ছয় করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মার্চ।। এক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারি টাকা নয় ছয় অভিযোগ উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ১২ জন সদস্য লিখিত আকারে রাজের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। খোয়াই জেলাশাসক অফিসের এল.এ বিভাগের কর্মী তীর্থজিৎ দেববর্মা জাতীয় সড়কের পাশে জমি অধিগ্রহনে এই আর্থিক নয় ছয় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে ১২ জন সদস্য জানিয়েছেন, তীর্থজিৎ দেববর্মা ওনার স্ত্রীর নামে জমি দেখিয়ে এই আর্থিক কেলেঙ্কারি চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ জমি অধিগ্রহনে খোয়াই মহকুমার (এন এইচ -২০৮) পূর্ব লক্ষীছড়া, মৌজা-তে সার্ভে করার তিনি সেখানে কেলেঙ্কারি করছেন। জমির অধিক মূল্য নির্ধারণ করে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন। সেখান থেকে কমিশন গুনছেন তীর্থজিৎ দেববর্মা।

আরো অভিযোগ, আগরতলা খোয়াই এন এইচ -২০৮ নং জাতীয় সড়কে তিনি তার স্ত্রীর নামে খাস জায়গাতে নালশ্রেনীর ভূমিতে ৬৫ টি রাবার গাছ রয়েছে বলে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু নাল শ্রেণীর ভূমিতে কিভাবে রাবার কাজ হয় সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে খোয়াই মহকুমাতে জমি অধিগ্রহনে এনএইচ -২০৮ সড়কের পাশে থাকা অনেক বেনিফিসারীর সঙ্গে সমঝোতা করে বেশি টাকার বিল বানিয়ে সেখান থেকে কমিশনের টাকা আত্মসাৎ গ্রহণ করেছেন। এভাবে ৫০ থেকে ৬০ জন বেনি ফিসারির কাছ থেকে তিনি কমিশন বাবদ সরকারি অর্থলোপাট করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, খোয়াই জেলা শাসকের উদ্যোগে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের আওতাধীন জায়গা এবং জায়গায় থাকা গাছ গাছালি সহ বাড়িঘর এবং দোকানপাট ভাঙ্গার পূর্বে সার্ভে করার জন্য সার্ভাইবার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তীর্থজিৎ দেববর্মাকে। তীর্থজিৎ দেববর্মা সারভাইভার হিসাবে সার্ভে কাজের দায়িত্ব পাওয়ার পর নিষ্ঠা ভাবে কাজের দায়িত্ব পালন করছেন না বলে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে অভিযোগের জল্পনা কল্পনা চলছে। কোন চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে আলোচ্য বিষয় একটাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাইট হাউজ ফ্ল্যাটের জন্য বিক্ষোভ

অবিলম্বে ঘর দেওয়ার দাবি গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। আগরতলা বর্ডার গুলচক্কর স্থিত লাইট হাউজের ফ্ল্যাট এখনও না পাওয়ায় আজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় থেকে আসা গ্রাহকরা টুডা অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, ২০২২ সালে তাদের ঘর দেওয়া কথা ছিল, কিন্তু আজও সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়নি। তারা জানান, টুডা অফিসে দুই-তিন কিস্তিতে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। গ্রাহকরা তাদের দাবিতে বলেন, লাইট হাউজের ফ্ল্যাটের জন্য সরকারকে দেওয়া টাকা ফেরত চাই, নতুবা অতিসত্বর আমাদের বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে তারা রাজ্যের জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনম্র আবেদন জানান যে, সমস্যাটির সঠিক সুরাহা করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

বিক্ষোভকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তাদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করবেন।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩০৫০টি ব্রাউন সুগারের খালি কৌটো উদ্ধার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, বিলোনিয়াতে একটি বড় সমস্যা নেশা। ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ব্রাউন সুগারের মত নেশা ছেয়ে গেছে বিলোনিয়া শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকা। এই নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতাদের ধরতে কাজ করে চলছে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানাধীন বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন সাড়াসীমা মাস্টারপাড়া এলাকায় নেশা বিক্রেতার রাকেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমান হরফ ব্যবহারের দাবিতে পর্ষদে ডেপুটেশন টিআইএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে টিআইএসএফ।

এদিন সংগঠনের এক কর্মী বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রোমান হরফে ককবরক লেখার দাবি শিক্ষা দপ্তরে জানানো হচ্ছে। তারপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। আসলে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পর্ষদ সভাপতির নিকটও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। তাই আজ আবারো পর্ষদ সভাপতির নিকট তাদের দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন তাঁরা।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, ককবরক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের একচেটিয়াভাবে একটি লিপিতে, বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদেরম বাংলা লিপিতে লেখার জন্য চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহার করা হোক।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় বিক্রিকে ঘিরে সংঘর্ষে আহত একাধিক

মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ মার্চ।। মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন একাধিক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলা পাল্টা মামলায় উত্তপ্ত বাইদ্যারদিঘি এলাকায়। বাইদ্যারদিঘি বাজারে ফাস্টফুডের দোকান থেকে আইয়ুব খান সহ কয়েকজন যুবক রোজার মাসে ইফতার করতে ৫০০ টাকার ঠান্ডা পানীয় ক্রয় করেন। শিশু সহ কয়েকজন খাওয়ার পর দেখতে পায় সমস্ত ঠান্ডা পানীয় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক পূর্বে।

সমস্ত পানিয়গুলি নিয়ে ফাস্টফুডের দোকানে আসার পর মালিক ভয়ে পালিয়ে যায়। পাশে থাকা দোকান ভিটির মালিক জামাল হোসেন গ্রাহকদের সাথে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হঠাৎ করে মুহূর্তের মধ্যে আইয়ুব খান সহ সমস্ত গ্রাহকরা জামাল হোসেনের উপর চড়াও হয়।এলোপাথাড়ি তার ওপর আক্রমণ শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাইদ্যারদিঘি বাজার চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

তার কিছুক্ষণ পর জামাল হোসেনের পরিবারের লোকেরা ধবজনগরে আক্রমণকারী ব্যক্তিদের বাড়িতে তান্ডব চালায়। মহিলা সহ একাধিক ব্যক্তির উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা সহ পুরুষদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে চলে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করা হয়। গোটা এলাকায় সারারাত পর্যন্ত উশৃংখল পরিস্থিতি বিরাজ করে।

৪ লাখ টাকার অবৈধ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। পানিসাগর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার পানিসাগর থেকে আনন্দবাজারে পাচারের সময় ১০ কার্টন সিগারেট আটক করা হয়। এ সময় কিছু উশৃঙ্খল যুবক এসে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করলে চালক সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান।

পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা তিলথৈ এলাকায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এরপর গাড়ি শনাক্ত করে পুলিশ অভিযান চালালে, কিছু যুবক ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। এই সুযোগে গাড়ির চালক পালিয়ে যান। তবে তার খোঁজে পুলিশ এখনো তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে। পানিসাগর থানার ওসি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সিগারেট পাচারের তথ্য পাওয়ার পর তারা তৎপরতা শুরু করেন।

এখন পর্যন্ত চালক সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে পুলিশ তার খোঁজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নাগপুরে দুইস্থানে হিংসা, সংঘর্ষ, কারফিউ আহত ৩৩ পুলিশকর্মী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নাগপুর, ১৮ মার্চ (হি.স.) ।। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনার জেরে অশান্ত হয়ে উঠল মহারাষ্ট্রের নাগপুর। সোমবার রাতে নাগপুরের দুই স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। প্রথমে নাগপুরের মহল এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এরপর নাগপুরের হংসাপুরী এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, হংসাপুরী এলাকায় আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বাইক ও গাড়ি।

হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কারফিউ জারি করা হয়েছে। নাগপুরের পুলিশ কমিশনার ডঃ রবিন্দর কুমার সিঙ্গল বলেছেন, নাগপুর শহরের কোতোয়ালি, গণেশপেঠ, লাকদগঞ্জ, পাচপাওলি, শান্তিনগর, সাক্করদারা, নন্দনবন, ইমামওয়াদা, যশোধরা নগর এবং কপিল নগর থানার সীমানায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কারফিউ বলবৎ থাকবে।

হংসাপুরী এলাকার একজন স্থানীয় দোকানদার বলেছেন, 'রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আমি আমার দোকান বন্ধ করছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকজন গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি যখন আগুন নেভানোর চেষ্টা করি, তখন আমাকে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়। আমার দু'টি গাড়ি এবং কাছাকাছি পার্ক করা আরও কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।'

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের পরিস্থিতি এখন শান্তিপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণে, মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার। সোমবারের সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে নাগপুরের পুলিশ কমিশনার ডঃ রবীন্দ্র সিংগল বলেছেন, 'নাগপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শান্তিপূর্ণ। ৫০ জনেরও বেশি লোকজনকে আটক করা হয়েছে। আমরা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিকারীদের চিহ্নিত করছি।'

পুলিশ কমিশনার আরও বলেছেন, 'এই ঘটনায় ৩৩ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ ভালো কাজ করেছে। যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ধারা প্রয়োগ করা হবে। নাগপুরে পুলিশ এবং বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। নাগপুরের কিছু অংশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আবার না ঘটে সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হবে।'

নাগপুরের হিংসাত্মক ঘটনা ও দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে হচ্ছে, মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এমনই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তিনি বলেছেন, 'ছাভা ছবিটি এখনও ঔরঙ্গজেবের রুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে উস্কে দিয়েছে, সকলেরই মহারাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ রাখা উচিত।' পুলিশের ওপর হামলা প্রসঙ্গে ফড়নবিস বলেছেন, 'পুলিশের উপর আক্রমণ সহ্য করা হবে না, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশুর আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি জিতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নিজ সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর এবং অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ জানিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

চিঠিতে বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করেন, মন্ত্রী সুধাংসু দাস কয়েকদিন আগে তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ফেসবুক পোস্টে কিছু মন্তব্য করেছেন, যা কেবল দেশের কিছু জাতীয় স্তরের এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর এবং গুরুতর আপত্তিকর ছিল না, বরং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুভূতিকেও মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। বিশেষ করে রাজ্য এবং দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার অনুভূতির ক্ষেত্রে এটি প্রশ্ন যথেষ্ট অবমাননাকর।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, সমাজকে বিভক্ত করতে এবং সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত বিভাজনকারী এবং উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক মন্তব্য। বিশেষত যখন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা এধরনের চেষ্টা করা হয়, যিনি পবিত্র সংবিধান এবং সাংবিধানিক চেতনা, মূল্যবোধ এবং আদেশের মূল বৈশিষ্ট্য সহ একই পরিমাণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে শপথ গ্রহণ, সুরক্ষা এবং সমুন্নত রাখার শপথ নিয়েছেন। তার অসাংবিধানিক, অনৈতিক এবং অন্যায্য কার্যকলাপ, তবে এটি স্পষ্টতই এবং নিঃসন্দেহে অপরাধমূলক প্রকৃতির কার্যকলাপের সমান। এর আগেও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

অবিলম্বে এ বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে একাধিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন এলাকার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে মেয়র দীপক মজুমদার, মেয়র ইন কাউন্সিলার অভিজিৎ মল্লিকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ভট্টপুকুর এলাকার পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, আগরতলা শহরে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রদানের লক্ষ্যে নিগম এলাকায় ৩৬ টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে পুর নিগম জল বোর্ড ও স্মার্ট সিটি। এই কাজে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

এদিকে, মেয়র সহ অন্যান্যরা আজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং হাওড়া নদীর উপর নির্মিত সেতুর পাশাপাশি ভাঙ্গা রাস্তা মেরামতের জন্য এলাকা পরিদর্শন করেন।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুর নিগম ও জল বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে যেসব এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হয়নি, সেখানে দ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

বাজেটে শ্রমিকদের কোন সুযোগ সুবিধা না রাখায় প্রতিবাদে সরব মজদুর সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। কেন্দ্রীয় বাজেটে শ্রমিকদের জন্য কোনও সুযোগ সুবিধা রাখা হয়নি। এরই প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী জেলা শাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন দিয়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা শাসকের হাতে দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা। এদিন সংঘে এক নেতা বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে মজদুরদের জন্য কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। তারই প্রতিবাদে ছয় দফা দাবিতে ভারতীয় মজদুর সংঘ আজ সারা দেশব্যাপী জেলা শাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করে। এরই অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় মজদুর সংঘ রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের সব কটি জেলার সাথে তাল মিলিয়ে পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা শাসকের হাতে দাবী সনদ তুলে দিয়েছে প্রতিনিধি দল। দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতল হল, বীমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করতে গিয়ে আটক দুই প্রতারক। তাদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। এক যুবকের বাড়িতে চাকরির অফার দিতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয় ওই প্রতারক চক্র। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেন জনতা। আজও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন প্রতারক চক্র। যাদের টার্গেট মূলত রাজ্যের সরল সোজা মানুষকে চাকরি, মাইক্রো ফাইন্যান্সের নাম করে বোকা বানিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এমনই এক ঘটনা সামনে এলো মঙ্গলবার এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধীগ্রাম মধ্য পাড়া এলাকা থেকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় "স্মার্ট ভ্যালু লিমিটেড" নাম দিয়ে একটি প্রতারক চক্র এক যুবকের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তার বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং বিভিন্নভাবে তাকে মানানোর চেষ্টা করে। তাকে বলেন, ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪-২৫ মার্চ দেশব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘট ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। ভারতবর্ষের ৯টি ব্যাংক কর্মচারী ও আধিকারিকদের যৌথ সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন তাদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৪-২৫ মার্চ ২০২৫ সারা দেশে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ধর্মঘটের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন ইউনিয়নের সদস্যরা। দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সমস্ত ক্যাডারে পর্যাপ্ত নিয়োগ করতে হবে, সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীকে নিয়মিত করতে হবে, ব্যাঙ্কিং শিল্পে প্রতি সপ্তাহে ৫ দিনের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে, সাম্প্রতিক সরকারের ব্যাংকিং সেক্টরের কর্মীদের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা এবং পিএলআই সংক্রান্ত নির্দেশাবলী, যা চাকরির নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে, কর্মচারী ও আধিকারিক মধ্যে বিভাজন এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে, ৪র্থ যৌথ নোট লঙ্ঘন করে এবং পিএসবি-এর স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুন্ন করে তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৯ মার্চ, ২০২৫ ইং
৫ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সুরক্ষাই বড় প্রশ্ন

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করিলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

দুর্দশা অব্যাহত পাকিস্তানের

পাকিস্তানের বেহাল দশা ঘুচছে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ব্যর্থতার পর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৯ উইকেটে হারল সলমন আঘার দল। প্রথমে ব্যাট করে ১৮.৪ ওভারে ৯১ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। জবাবে ১০.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯২ আয়োজকদের।

টস জিতে পাকিস্তানকে আগে ব্যাট করার সুযোগ দেন নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল ব্রেসওয়েল। ক্রাইস্টচার্চের ২২ গজে তাও সুবিধা করতে পারেননি পাকিস্তানের ব্যাটারেরা। ইনিংসের শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে শুরু করে আঘার দল। দুই ওপেনার মহম্মদ হ্যারিস এবং হাসান নওয়াজ শূন্য রানে আউট হয়ে যান। চার নম্বরে ব্যাট করতে নামা ইরফান খান করেন ১ রান। এই ১ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। বেশ কিছু দিন বাদে দলে ফেরা শাদাব খানও (৩) ব্যর্থ হলেন পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে।

১১ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর দলের হাল ধরার চেষ্টা করেন তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক আঘা এবং ছ'নম্বরে নামা খুশদিল শাহ। তাতেও বিশেষ লাভ হয়নি। ২০ বলে ১৮ রান করে আউট হয়ে যান আঘা। খুশদিল করেন ৩০ বলে ৩২ রান। তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। পাকিস্তানের ব্যাটারের মধ্যে বলার মতো রান কেউই পাননি আর। আট নম্বরে নেমে জাহানদাদ খান ১৭ বলে ১৭ রান করেন ১টি ছয়ের সাহায্যে। নিউ জিল্যান্ডের বোলারদের সামনে পাকিস্তানের কোনও ব্যাটারকেই স্বচ্ছন্দ দেখায়নি।

কিউয়ি বোলারদের মধ্যে সফলতম জ্যাকব ডাফি ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৮ রানে ৩ উইকেট কাইল জেমিসনের। ২৭ রান খরচ করে ২ উইকেট ইশ সোধির। এ ছাড়া ১১ রানে ১ উইকেট জাকারি ফাউলকসের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তেমন কোনও সমস্যায় পড়েনি আয়োজকেরা। টিম সাইফার্টের উইকেট হারিয়ে ৯.৫ ওভার বাকি থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নিউ জিল্যান্ড। সাইফার্ট করেন ২৯ বলে ৪৪ রান। ৭টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। অন্য ওপেনার ফিন অ্যালেন ১৭ বলে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২টি করে চার এবং ছয় এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। শেষ পর্যন্ত ২২ গজে তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিম রবিনসন। তিন নম্বরে নেমে তিনি করেন ১৫ বলে অপরাজিত ১৮।

পাকিস্তানের কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি কিউয়ি ব্যাটারেরা। ১৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন আবরার আহমেদ। রবিবারের জয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউ জিল্যান্ড।

হরভজনের মুখে শুধুই ধোনির নাম

একই সময়ে ভারতীয় দলে খেললেও তাঁদের সম্পর্ক কোনও সময়েই খুব মধুর ছিল না। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নিন্দা করতেই বেশির ভাগ সময় দেখা যেত তাঁকে। সেই হরভজন সিংহ আইপিএলের নতুন মরসুম শুরু হওয়ার আগে শুধুই ধোনির প্রশংসা করলেন। এমনকি ধোনিকে তাঁর দেখা সেরা অধিনায়কও বলেছেন ভাজ্জি।

এখন আর আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব করেন না ধোনি। ঘরোয়া ক্রিকেটার হিসেবে এ বার দলে রয়েছেন তিনি। অথচ এই ধোনির নেতৃত্বে চেন্নাইয়ে খেলেছেন হরভজন। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। হরভজন বলেন, "কম্পিউটার কী পরামর্শ দিচ্ছে তা ধোনি দেখত না। ও প্যাড, দস্তানা পরে মাঠে নামতে নামতে বলত, ভাজ্জু, এ ভাবে বল করো। বাকিদেরও সেই একই নির্দেশ দিত। ও জানত, কার পরে কাকে বল দিতে হবে। কাকে কী ভাবে বল করতে হবে। কোন সময় কোন তাস খেলতে হবে।"

ধোনি তাঁর দেখা সেরা অধিনায়ক, এমনটাই মত হরভজনের।

আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আছে কুশিক্ষার গাঢ় অন্ধকার

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিশ শতকের আশির দশকে সাক্ষরতা অভিযানে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লেখা হত সাক্ষরতার আলো। ঘরে ঘরে জ্বালো। শিক্ষার আলোতে পথচলাই শুধু নয়, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়াও এর জরুরি হয়ে পড়েছিল যা এখনও সমান না সচল, সরব, প্রবহমান। প্রাকস্বাধীনতা জ থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধত্ব মোচন থেকে আত্মসচেতন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ সবই লক্ষ করা যায়। আমজনতার মধ্যে শিক্ষার অভাববোধ থেকেই আধুনিক শিক্ষা জরুরি মনে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষা বিস্তারে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ শতকের বিজ্ঞানের সংযোগ ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পুথিনির্ভর বিদ্যার (education) সঙ্গে হাতেকলমে শিক্ষার (learnin) স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বিদ্যাশিক্ষায় বৈপ্লবিক ন পরিবর্তন বয়ে আনে। সেখানে বিদ্যার গৌরব ও শিক্ষার সৌরভ আধুনিক শিক্ষার বিস্তারকে ক্রমশ আধুনিক চেতনায় নিবিড় করে তোলে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নি চট্টোপাধ্যায়েরও মনে হয়েছিল গ্রামের। নিম্নবর্গের সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা তা শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের চোখ খুলে দিতে আধুনিক শিক্ষা একান্ত জরুরি। চোখ থাকতেও অন্ধ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি "পল্লী-সমাজ"। (ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ১৯১৫, গ্রন্থকার ১৯১৬) উপন্যাসের মধ্যে শিক্ষা লি বিস্তারের কথা তুলে ধরেন। উপন্যাসটির ন নায়ক তথা রুড়কি কলেজের ছাত্র রমেশ ন বাবার শ্রাদ্ধ করতে দীর্ঘদিন পরে কুয়াপুর ন গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে সে পল্লিবাংলার অজ পাড়াগাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় প্রান্তিক মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্কুল খোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারি অনুদানে ও জমিদারির সাহায্যে প্রাচলা কুয়াপুরের ছোটরকমের ইস্কুল'ই ই পাঁচ-সাত গ্রামের একমাত্র স্কুল। দুই-তিন ক্রোশ দূর থেকেও সেখানে পড়তে আসে।। সেই অচল হয়ে পড়া স্কুলই আবার নতুন করে চালু করে রমেশ। শুধু তাই নয়, নিজেদের জমিদারির অধীনে থাকা মুসলিম অধ্যুষিত পিরপুরেও সে একটি নতুন স্কুল খোলে সে। এসবের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে নায়কোচিত গুণই শুধু প্রকাশিত হয়নি, শিক্ষার জরুরি চাহিদাও তাতে নিবিড়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়, সে কথাও শরৎচন্দ্র পরবর্তীতে স্বীকার করেন। ১৯২৯-এর ঈস্টারের ছুটিতে রংপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে শরৎচন্দ্র বলেছেন, যে শিক্ষা সভ্য জগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষাবিস্তার গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না। অব্যবহিত পরের লাইনে তিনি আরও জানিয়েছেন, করতে মানা করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ যা করা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর। সেক্ষেত্রে সময়ান্তরে দেশ স্বাধীন হয়, শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগও ক্রমশ গতি লাভ করে। দেখতে দেখতে বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার আলো শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অনলাইনে ঘরে-ঘরে হাতের মুঠোয় চলে আসে। শিক্ষা হার বেড়ে যায়, সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ক্রমশ নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধার ছড়াছড়ি। যেন শিক্ষা বিস্তারের মহোৎসব চারিদিকে। সরকারি অনুদান, সাহায্য, সহানুভূতি, উৎসাহ, উপহার, পুরস্কার সব মিলে সেই উৎসবের দিকে তাকালে তার আয়োজন যেন প্রয়োজনকেও ছাপিয়ে গেছে। অথচ সেই উৎসবের আলোর নীচেই তার অন্ত্যজ অন্ধকার জেগে ওঠে, বিস্তারের মধ্যেই বিস্তর ফাঁক ও ফাঁক প্রকট ভাবে বেরিয়ে পড়ে। তখন সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাক্ষরতার পার্থক্য গুলিয়ে যায়। শিক্ষা আর শেখার ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষার আধারে কুশিক্ষার আঁধারকেই আলো মনে হয়। আসলে আমাদের ডিগ্রিধারী শিক্ষা এখন ডিগ্রিসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তাতে বিদ্যা ও শিক্ষার যোগ আমাদের আসল শিক্ষা থেকেই বিয়োগ করে চলেছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র মনে হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার্থী আর শিক্ষকশিক্ষিকাগণ পরীক্ষক। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটাই বদলে গেছে। বিদ্যা লাভ থেকে শিক্ষা অর্জনের ধারণাই সেখানে উপেক্ষিত। সকলে ডিগ্রি নিতে আসে, নম্বরে মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙাতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানমুখী বা চাকরিমুখী শিক্ষার প্রসারে ডিগ্রির চাহিদা বেড়েছে, নম্বরের প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার অভিমুখটাই শিক্ষাবিমুখ। কী শিখলাম বা কতটা শিখলাম সেখানে গৌণ, আসল তার কাগুজে রেজাল্ট। শিক্ষাও সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রিক। কী শেখা জরুরির চেয়ে কী করলে রেজাল্ট ভালো হবে সেদিকেই সবার নজর। সেজন্য শিক্ষায় মেডেজি, সাজেশন থেকে টেস্ট পেপার, প্রশ্নবিচিত্রার বিজ্ঞাপনে বেশি নম্বর তোলার টোটকার প্রতি টাটকা সতেজতায় শিক্ষার অভিমুখটিই পরীক্ষার মার্কশিট রাঙানোতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সারা বছরের শিক্ষার প্রমাণপত্র ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই প্রশ্নপত্রের উত্তরেই শংসাপত্র লাভকরে। সেখানে শিক্ষা লাভের শংসাপত্রের সঙ্গে শেখার বাস্তবতার গড়মিল অত্যন্ত প্রকট। মার্কশিটের নম্বরে শিক্ষার প্রমাণ তো দূরস্থান, তার সম্পর্ক মেলাতে গিয়ে শিক্ষার্থীই বিস্মিত হয়। কী করে এত নম্বর পেলাম-এর বিস্ময় তার সাধারণ প্রশ্নের উত্তর না জানাতেই লোকের কাছে আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সেই মার্কশিটের উপরে ভরসা থাকায় নিজেদের আভিজাত্য বোঝাতে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের আয়োজন আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের অযোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যার প্রতি শিক্ষার্থীরই সন্দেহ জাগে, লোকের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে, তা দিয়েই আমাদের মার্কশিট রাঙানো শিক্ষা ব্যবস্থা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি যত আন্তরিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ততটাই উদাসীন। স্কুলের পাকা দালান, পোশাক- আশাক, বইখাতা, এমনকি দুপুরের খাবার সবেতেই তার সুনজর। অথচ শিক্ষকের তীব্র অভাবেই তার কুনজর বেরিয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত শিক্ষা বাদে সেখানে সবকিছুতেই তার দরাজ দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচয় আরও প্রকট। সবকিছু স্কুল থেকে কিনতে হবে, শুধু শিক্ষাটা বাইরে থেকে নিতে হবে। ঐটি সেখানে শুধু মেলে না। রেজাল্টসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব মোচনে টিউশন থেকে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে পরীক্ষা বৈতরণী পারের আয়োজন আরও সক্রিয়তা লাভ করে। যা ছিল বিদ্যালয়ের সম্পদ, তাই অচিরেই বাজারজাত পণ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাজারে রেজাল্টটাই যখন জরুরি, তখন তাতে শিক্ষাক্ষেত্রগুলি নম্বর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়। যে নম্বর ছিল মূল্যায়নের একক, তাই সময়ান্তরে অবমূল্যায়নের আধার হয়ে ওঠে। আর সেই আধারে অচিরেই আঁধার নেমে আসে। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদায় উচ্চফলনশীল নম্বরধারীদের দৌরাত্ম্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কম নম্বরধারীরা সেখানে পিছিয়ে পড়ে, নিঃস্ব হয়ে যায়। সেখানে ধনীর শিক্ষার আড়ম্বরে গরিবের দারিদ্র প্রকট হয়ে ওঠায় শ্রেণী বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আবার পাশফেল তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করাতে গিয়ে সাক্ষরতার হার এগিয়ে যায়, শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্যও আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে ভেঙে ফেলে। লেখাপড়া শিখে বড়লোক হওয়ার ছকবন্দি ধারণা আরও প্রকট, আরও চাহিদাসম্পন্ন। সেখানে শিক্ষার প্রসারে স্বার্থপর ভোগী বড়লোকের সংখ্যা যত বেড়েছে, সামাজিক দূরত্ব তত শ্রীবৃদ্ধিমান, স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক তার ততই ভেঙে পড়ে। শিক্ষায় আত্মসম্মান অহঙ্কারী করে তোলে, বড়লোকিতে তার প্রকট প্রকাশ। অন্যদিকে শিক্ষার স্বাধিকারবোধ উগ্র হয়ে ওঠায় সমাজকে অস্বীকার করার প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় প্রতিবেশী থেকে আপন জনকেও পর করে তোলে। সেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতাই উপেক্ষিত। অন্যদিকে পরিবারেও এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাবা মাকেও বড়লোক সন্তান পর করে তোলে, আত্মীয়স্বজনকেও চেনে না। ভোগী জীবনের আত্মসর্বস্ব প্রকৃতি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বিশেষত্ব। সেক্ষেত্রে যে শিক্ষা মানুষের জীবনে আলোর দিশারি হয়ে ওঠার কথা, তাই ক্রমশ অন্ধকারের পথে এগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে না, ক্রমশ আরও দুর্বল করে তোলে, প্রতিযোগিতামুখর জীবনকেই দুর্নীতিতে সামিল করে। অর্জনের অভাবে আত্মবিশ্বাস জাগে না, আবার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য দুর্নীতি সক্রিয়তা লাভ করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সুযোগ্য করে তোলে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখে। সেই শিক্ষার অভাব আজ চারিদিকে। সমাজে সীমাহীন দুর্নীতির মূলেও শিক্ষার আদর্শচ্যুতি অত্যন্ত প্রকট। সেখানে শিক্ষা সহযোগিতার আদর্শকে বঞ্চিত করে শুধু প্রতিযোগিতার মন্ত্র শেখায়, তা প্রতিযোগী মানসিকতা গড়ে তুললেও সহযোগী মানুষ গড়ে তোলে না। কেননা "বাঁচো ও বাঁচাও"-এর মধ্যেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলে, মানবিকতাবোধ জেগে থাকে। প্রতিযোগিতা তো দক্ষতা বা যোগ্যতাই শুধু প্রমাণ করে না, ক্রমশ স্বার্থপর দৈত্যে পরিণত করে। মানুষ মানুষের জন্য'র আদর্শ সেখানে ব্যাহত হয়। এজন্য জরুরি সহযোগিতার শিক্ষাও। তবেই শিক্ষায় পূর্ণতা আসবে। তা না হলে সমাজে শুধু বৈষম্য বাড়বে না মানুষের ভেতরের পশুটিও আরও সহিংস হয়ে উঠবে, সময়ে সেই পশুটিকেও হারিয়ে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটবে। কেননা বনের পশুরা আহারের বেশি শিকার করে না, মানুষ তার সীমাহীন ক্ষুধায় দুর্নীতির রাজত্ব শ্রীবৃদ্ধি করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রুজিরোজগারের অভাব পুরণ করতে না পারলেও অনন্ত ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। আর সেখানেই শিক্ষার অভাবে দুর্নীতির পাহাড় ক্রমশ পর্বত হয়ে উঠছে, ভাবা যায়। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

২০৩৮ সালে গুঁড়িয়ে যাবে পৃথিবী 'মহাকাশের দানব' রুখতে আমরা প্রস্তুত?

বিশ্বদীপ দে।। অন্ধকার আকাশ। আর সেই আকাশের বুকে ছুটে আসছে এক আলোর বল। ক্রমে তা বড় হয়ে উঠতেই যেন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে চারপাশ। আর তারপরই সশব্দে তা আছড়ে পড়ল নীল রঙের এই গ্রহের বুকে। যেন মাটি আর আকাশ, সবই কেঁপে উঠল। শক ওয়েভ গ্রাস করল চারপাশ! এমন এক দৃশ্যের কথা বললেই মনে হয় কোনও সাইফাই ছবির দৃশ্য। কিন্তু ২০১৩ সালে রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্ক শহরে আছড়ে পড়েছিল এমনই গ্রহাণু। হাজার দেড়েক মানুষ আহত হলেও শেষপর্যন্ত বড় কিছু ক্ষতি তাতে হয়নি। হ্যাঁ, কিছু বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। কিন্তু ২০৩৮ সালে যদি আছড়ে পড়ে অতিকায় গ্রহাণু? কী হবে? নাসার ঘোষণা শুনে ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্রশ্ন, আমরা প্রস্তুত তো? অথচ সংঘর্ষের সম্ভাবনা ৭২ শতাংশ।

শুরুতেই একটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। এমন কোনও গ্রহাণু আসলে ২০৩৮ সালে ছুটে আসছে না। মনে হতেই পারে, ব্যাপারটা তাহলে ঠিক কী? আসলে এটা একটা 'কাল্পনিক অনুশীলন'। নাসা দেখতে চাইছে আমরা আদৌ প্রস্তুত কিনা এমন এক 'মহাজাগতিক দানব'কে রুখতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আরও এক তারিখের কথা। ১৩ এপ্রিল, ২০২৯। ২০০৪ সালে প্রথমবার তার দেখা মিলেছিল। সেই সময় বলা হয়েছিল, পৃথিবীর সঙ্গে ওই গ্রহাণুর সংঘর্ষের সম্ভাবনা ২.৭ শতাংশ। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত এক অতিকায় সাপ অ্যাপফিসের নামে তার নামও রাখা হয়েছিল। পরে এখন নাসা জানিয়ে দেয়, সংঘর্ষের সম্ভাবনা শূন্য শতাংশ। কিন্তু ওই গ্রহাণু আবার ফিরে আসতে পারে ২০৩৬ কিংবা ২০৬৮ সালে! পরে দেখা যায়, সব ভোঁ ভাঁ। অর্থাৎ কোনও ধাক্কা-টাক্কার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি ধাক্কা লাগত? বলা হচ্ছে, তাহলে হিরোসিমায় আছড়ে পড়া পরমাণু বোমার থেকে ১০ লক্ষ গুণ এনার্জি বেশি রিলিজ হত! বোঝাই যাচ্ছে, কী ভয়াল ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসত!

আর সেই কারণে নাসা এমন সম্ভাবনাগুলির কথা মাথায় রেখেই এগোতে চাইছে। কেননা মহাকাশে নিয়মিত চক্কর কাটছে কোটি কোটি গ্রহাণু। সাইজে কেউ চুনোপুঁটি। কেউ প্রকাণ্ড। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে অ্যাস্টরয়েড বেল্টের কথা। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের ওই স্থানে যেন থিকথিক করছে গ্রহাণু। যদিও ছবিতে তেমন মনে হলেও, আদতে তাদের মধ্যে ফারাক লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার। কেবল গ্রহাণুই নয়, মহাকাশের অন্যত্র রয়েছে ধুমকেতু বা উল্কাও। আর এদের মধ্যে অনেক মহাজাগতিক বস্তুই চলে আসে পৃথিবীর নাগালের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, এই ধরনের 'আগন্তুক' অতীতে বহুবার পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির পিছনেও এই ধরনের মহাজাগতিক বস্তুর আছড়ে পড়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবারই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার নানা জল্পনা ও গুজব শোনা গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, এই ধরনের গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমই থাকে। যদিও কখনও কখনও অন্য গ্রহের সঙ্গে মহাকর্ষীয় টানের কারণে তারা আচমকাই অনেকটা কাছে চলে আসে। তাই নিয়মিতই এই ধরনের গ্রহাণুর গতিবিধির নিরীক্ষণ করে নাসা। এর মধ্যে নির্দিষ্ট একটি দূরত্বের মধ্যে যারা তাকে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এদের বলে নিয়ার-আর্থ অবজেক্ট তথা এনইও। নাসা লক্ষ রাখে এদের দিকে। প্রায় নিয়মিতই শোনা যায়, কোনও না কোনও গ্রহাণু এসে পড়তে পারে পৃথিবীর বুকে। তবে সম্ভাবনা নিতান্তই কম।

কিন্তু এই ধরনের গ্রহাণুদের সবাই যে 'নিরীহ' তা নয়। বিজ্ঞানীরা যত গ্রহাণুকে দেখেছেন তাদের একটা তালিকাও তৈরি করেছেন। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ওয়েবসাইটে গিয়ে একবার দেখতেই পারেন।

এই তালিকার সবচেয়ে 'বিপজ্জনক' ২০২৩ভিডি৩। এই গ্রহাণুটি ২০৩৪ সালের নভেম্বরে আছড়ে পড়তে পারে পৃথিবীর বুকে। সম্ভাবনা? ০.২৫ শতাংশ। আপাত ভাবে কম মনে হলেও নেহাত কম কি? তবে এক্ষেত্রে সান্ত্বনার বিষয় হল, গ্রহাণুটি সাইজে বেশ ছোট। ব্যাস ১১ থেকে ২৪ মিটারের মধ্যেই। বরং সেই তুলনায় ১৯৭৯এক্সবি নামের এক গ্রহাণুর কথা বলা যায়। ২০৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বর সেটির পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। এই গ্রহাণুটি কিন্তু মোটেই ছোট নয়। ৪০০-৯০০ মিটার ব্যাস। অর্থাৎ রীতিমতো বড়সড় সাইজ। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বস্তি দিচ্ছে তার আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেটা খুবই কম। ০.০০০০২ শতাংশ। তালিকার তৃতীয় নাম ২০০৮জেএল৩। ব্যাস ২৩-৫০ মিটার। ১ মে ২০২৭, সেটির পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা ০.০১ শতাংশ। এরকম নাম আরও আছে। পাশাপাশি রয়েছে অজানা আরও সব মহাজাগতিক 'দানব'। কখন কে হাজির হবে বলা দুষ্কর। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত 'ডোন্ট লুক আপ' মনে পড়ে? অ্যাডাম ম্যাকে পরিচালিত ২০২১ সালের এই অসামান্য এই ছবির বিষয়ই হল আচমকা এক গ্রহাণুর আছড়ে পড়া। মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রী আচমকাই আবিষ্কার করে ফেলে এক অজানা ধুমকেতু। তার অধ্যাপক প্রফেসর মাইন্ডি গণনা করে দেখেন আর ছয়মাসের মধ্যে সেটি পৃথিবীর বুকে এসে পড়তে চলেছে! শেষপর্যন্ত সেটাই হয়। ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের নীল গ্রহ। অনেকেই বলবেন, সিনেমায় ওসব অনেক দেখানো হয়। 'আর্মাগর্ডন' ধাঁচের ছবি তো সেই কবে থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই 'কল্পনালতা'র ছড়িয়ে পড়ার মতো বিষয় নয়। নাসা সত্যি সত্যি প্রস্তুত হচ্ছে এই ধরনের বিপর্যয়ের মোকাবিলায়। সবচেয়ে বাস্তবানুগ যে প্রক্রিয়া তা হল কাইনেটিক মেথড। অর্থাৎ কোনও গ্রহাণু ধেয়ে এলে অন্য একটি স্পেস শিপ মহাকাশে পাঠিয়ে সেটির গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া।

কেবল 'থিয়োরি'ই নয়, ২০২২ সালে হাতেকলমে পরীক্ষা করেও দেখেছে নাসা। ডাবল অ্যাস্টেরয়েড রিডাইরেকশন টেস্ট তথা ডার্টের কথা অনেকেরই মনে আছে। আর সেই পরীক্ষার সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে বিজ্ঞানীরা ঠিক পথেই হাঁটছেন। তবু বাকি সব পথেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে চায় নাসা। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনও বিপদ এলেই তাকে স্রেফ শূন্যেই এক টোকায় উড়িয়ে দেওয়া যায়। পৃথিবী নামের 'বাড়ি'তে কোনও 'হামলাবাজে'র দৌরাত্ম্য যে চলতে দেওয়া যাবেই না!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মৈত্রী-সম্প্রীতির বাতাবরণ ফিরেছে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

শিলচর (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : 'অসম সাহিত্য সভা'র আন্তরিকতা ও বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতে আজ রাজ্যে অসমিয়া ও বাঙালি, উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাবের অবসান ঘটেছে। এখন বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতির বাতাবরণ ফিরেছে, বক্তা মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ মঙ্গলবার কাছাড় জেলা সদর শিলচরে অবস্থিত 'দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে এক সময় বাঙালি এবং অসমিয়ার মধ্যে দুই ভাষাকে কেন্দ্র করে নানাভাবে প্রতিযোগিতা হতো। তবে 'অসম সাহিত্য সভা'র প্রচেষ্টায় বর্তমানে উভয় ভাষা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে মায়া-মমতার নিবিড় সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইদানীং রাজ্যে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে অসমের প্রধান দুটি ভাষা অসমিয়া ও বাংলা-কে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি ঘোষণা করেছেন। তাই ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী অসমের অসমিয়া এবং বাংলা ক্লাসিক্যাল ভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই স্বীকৃতি মূলত উভয় ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতা আরও মজবুত করেছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ড. শর্মা বলেন, বর্তমানে সমগ্র রাজ্যের প্রতিটি স্থানে অসমিয়া এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা গবেষণা মসৃণ গতিতে চলছে। প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের সুবিধা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে নিজের পছন্দসই ভাষা চর্চা করতে পারছেন। নিজেদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষা প্রচার ও প্রসারণ এবং চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের প্রতিকূলতার পরিবেশ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যে উভয় ভাষা চর্চার পরিকাঠামো উন্নয়নের নজিরবিহীন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যা নিতান্তই দুটি জাতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উভয় উপত্যকার জনমহলে একান্ত আন্তরিকতার পরিবেশকে আরও মজবুত করে তুলেছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নিয়েই রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাহাড় লাইনে মিটারগজ সরিয়ে ব্রডগজ রেল লাইন সংস্থাপন করেছেন। ব্রডগজ রেল লাইন চালু হওয়ায় উভয় উপত্যকার মধ্যে বেজায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। এতে জনগণের মধ্যে মানসিক দূরত্বও হ্রাস হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও স্পষ্ট করে জানান, অসমে অসমিয়া এবং বাংলাকে যেহেতু ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তাই এবার উভয় ভাষার সম-উন্নয়ন তথা দুই জাতিগোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে শৈক্ষিক পরিকাঠামোকে আরও আধুনিক করে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলোতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ইন্টারনেট ব্যবস্থার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজকের অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকগণ ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া, কৌশিক রাই, কৃষ্ণেন্দু পাল, শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, বরাক উপত্যকার বিজেপির সব বিধায়কগণ।

ফরিদাবাদে চেন ছিনতাই কাণ্ডে দু'জন গ্রেফতার

ফরিদাবাদ, ১৮ মার্চ (হি.স.): হরিয়ানার ফরিদাবাদে চেন ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেনও উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেক্টর-২৯ এলাকার এক মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন , তিনি বাড়ির বাইরে কাজের লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় দু'জন বাইক আরোহী হঠাৎ তাঁর গলার সোনার চেন ও লকেট ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিংগাঁও রোড থেকে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, অভিযুক্ত দুই যুবকের মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে আগেও ছিনতাইয়ের ৫ টি মামলা রয়েছে। পুলিশ ধৃতদের আদালতে পেশ করেছে।

দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি কার্যালয়ে পোস্টার, চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): আগামী বিধানসভা ভোটে নাকি পশ্চিমবঙ্গে মোটেই কল্কে পাবে না শাসক তৃণমূল। অন্তত প্রকাশ্যে সেরকমই দাবি করছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূল এই দাবিকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের বিরোধী বামেদের দাবি, "ওসব দিদি-মোদীর নাটক"। এর মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি কার্য্যালয়ে পোস্টার সাঁটানো নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকুরিয়া-সহ একাধিক জায়গায় দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য্য এবং জেলার জেনারেল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র সিং এর ছবি দিয়ে অজস্র পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। যাতে লেখা, "টাকা, গাড়ি, মোবাইল দিন, দক্ষিণ কলকাতায় পদ নিন! যোগাযোগ করুন, জেলা সভাপতি এবং জেলা সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে!" পোস্টারের নীচে লেখা, "সৌজন্যে দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি কর্মীবৃন্দ!"

ঢাকুরিয়ায় দলের দক্ষিণ কলকাতার কার্য্যালয়েও সাঁটানো হয়েছে এই পোস্টার। যা নিয়ে সকাল থেকেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়। এ ব্যাপারে জেলা বা রাজ্য নেতৃত্বর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। তবে ঘটনার নেপথ্যে দলের বিক্ষুব্ধদের হাত দেখছে শীর্ষ নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, দোলের দিন রাজ্যের ২৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেছে পদ্মশিবির। ১৮টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নির্বাচন এখনও বাকি। অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে পদ বিলি করা হয়েছে। এই অভিযোগে এর আগে জেলায় জেলায় পোস্টার পড়েছিল। এবার খাস কলকাতায় টাকার বিনিময়ে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে শোরগোল তৈরি হল।

যদিও সোমবারই এ ব্যাপারে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'কিছু জেলায় সাংগঠনিক গোলমাল হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কিছু লোক যারা বিজেপির সঙ্গে খাপ খাই না, তাদের সংগঠনের বাইরে রাখা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য একটাই, বাংলায় শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা।'

নিম্ন আদালতে ২৯ জন বিচারক নিয়োগে সিলমোহর দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): রাজ্যের নিম্ন আদালত গুলিতে ২৯ জন বিচারক নিয়োগে সিলমোহর দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পিএসি"র তালিকাকে মান্যতা দিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির নিয়োগের উপর যে স্থগিতাদেশ ছিল তাও প্রত্যাহার করেছে হাইকোর্ট।

রাজ্যে নিম্ন আদালতগুলিতে শূন্যপদে বিচারক নিয়োগের জন্য দুটি তালিকা প্রকাশ করেছিল পিএসসি। তার মধ্যে একটি মূল তালিকা অন্যটি সম্ভাব্য তালিকা। মোট ২৯টি পদে নিয়োগের জন্য এই দুটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। ঠিক ছিল, রেগুলার তালিকায় থাকা প্রার্থীরা সরাসরি নিযুক্ত হবেন। আর সম্ভাব্য তালিকার প্রার্থীদের নিয়োগ কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করছে। কোনও বিচারক যদি কাজ থেকে অব্যাহতি নেন বা কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হন তাহলে এই দ্বিতীয় তালিকায় থাকা বিচারকরা নিযুক্ত হবেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে মধ্যস্থতা ও ক্ষমতার চাল প্রধানমন্ত্রী মোদীর কূটনৈতিক সাফল্য

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ২০২৫: ইউক্রেনে পারমাণবিক উত্তেজনা প্রতিরোধ: পোল্যান্ডের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রসচিব, ওয়াদিস্লাও তেওফিল বার্তোশেভস্কি সম্প্রতি স্বীকার করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য রাজি করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এটি বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওয়ারস সফর আমাদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। মোদীজিই পুতিনকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য রাজি করান। আমরা স্থায়ী শান্তি চাই। আমরা ইউক্রেনে স্থিতিশীল ও সুস্থায়ী শান্তি চাই।"

প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজেও ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের নেতারা, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী মোদী, যুদ্ধ বন্ধ করতে সময় দিয়েছেন ও প্রচেষ্টা নিয়েছেন, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘাত সমাধানে ভারতের ভূমিকা পালনের পরিচয় দেয়। তিনি বলেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দেশীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রপ্রধান, বিশেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন এবং অনেক সময় ব্যয় করেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের মাঝেও ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের দৃঢ়তা:

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিন একে 'বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ' সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। চলতি যুদ্ধের বাতাবরণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইউক্রেন সফর ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান ও শান্তি প্রচেষ্টার প্রতি প্রতিশ্রুতি দৃঢ় করেছে। এমনকি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ভারতকে শান্তি আলোচনার জন্য একটি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন, যা বৈশ্বিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের উচ্চতর অবস্থানেরই প্রতিফলন।

২৬/১১ সন্ত্রাসী অভিযুক্ত তাহাও উর রানার প্রত্যর্পণ:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, ২০০৮ সালের মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় অভিযুক্ত তাহাও উর রানাকে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে প্রত্যর্পণ করবে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেন, "আমরা ভারতের কাছে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করছি, যিনি ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম অভিযুক্ত।"

অনুচ্ছেদ ৩৭০: ভারতের সিদ্ধান্তে বৈশ্বিক সমর্থন:

কাশ্মীর থেকে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে পাকিস্তানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ সৌদি আরব ভারতের পদক্ষেপকেই সমর্থন জানায়, যা কৌশলগতভাবে দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতাকে প্রকাশ করে। এই সিদ্ধান্তের পরপরই ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও ভারতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে একে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার আশাবাদ ব্যক্ত করে। রাশিয়া, ইসরায়েল, বাহরাইন এবং ইরানও ভারতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের শক্তিশালী অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে।

সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন:

ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে:

জাপান: জাপান সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা জানিয়ে ঘোষণা করে যে, কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপই ন্যায়সঙ্গত নয়। তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে।

জার্মানি: ভারতকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই): ভারতের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং সন্ত্রাসবিরোধী সব পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানায়।

রাশিয়া: ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের প্রতি অব্যাহত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

জি-২০ নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র:

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের সময় রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত 'ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া'র ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিল। তবে কৌশলগত আলোচনার মাধ্যমে৩০০টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, ২০০ ঘণ্টার আলোচনা এবং ১৫টি খসড়া প্রস্তুতির মাধ্যমেভারত সফলভাবে সদস্য দেশগুলোর ঐকমত্য নিশ্চিত করে, যা বৈশ্বিক কূটনীতিতে ভারতের শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রমাণ দেয়।

কাতার থেকে ভারতীয় নৌসেনাদের মুক্তি:

ভারতের উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আটজন প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা মুক্তি পান। এই ঘটনা উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং বিদেশে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করে।

মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার অভিযান:

ভারত একাধিক সফল উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা মিশন পরিচালনা করেছে, যা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে:

** অপারেশন গঙ্গা: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ইউক্রেন থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে আনা।

** অপারেশন দেবী শক্তি: তালিবানদের দখলের পর আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের সরিয়ে নেওয়া।

** অপারেশন কাভেরি: যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদান থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার।

** অপারেশন সমুদ্র সেতু: কোভিড-১৯ মহামারির সময় বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনা।

** অপারেশন অজয়: ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের সময় ইসরায়েল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা।

বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা ও চিকিৎসা কূটনীতি: ভ্যাকসিন মৈত্রী: ভারত ১০০টিরও বেশি দেশে কোভিড-১৯ টিকা সরবরাহ করে, যা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কূটনীতিতে ভারতের নেতৃত্বকে সুসংহত করে।

** অপারেশন দোস্ত: তুরস্ক ও সিরিয়ায় বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর ভারত জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে।

** অপারেশন সদ্ভাব: সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশগুলোকে চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক কূটনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হোক তা সংঘাত নিরসন, সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগ বা মানবিক মিশনভারতের সক্রিয় কূটনীতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে এবং বৈশ্বিক জোটকে আরও শক্তিশালী করেছে।.

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ থিরু ইলাইয়ারাজার সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মঙ্গলবার দিল্লিতে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ থিরু ইলাইয়ারাজা। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে এই বিষয়ে।

জানানো হয়েছে, 'পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীত-ভিত্তিক ইলাইয়ারাজার প্রথম সিম্ফোনি ভ্যালিয়েন্ট সম্প্রতি লন্ডনে বিখ্যাত রয়্যাল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ক্ষেত্রে ইলাইয়ারাজার অবদানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই সঙ্গীতস্রষ্টা সুরের জগতে এক নক্ষত্র এবং সারা বিশ্বে গান-বাজনার জগতে দিক-দর্শক বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী এক্স পোস্ট করেছেন।'

ত্রিপুরা সরকার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়
ঋষ্যমুখ, বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা

: বিজ্ঞপ্তি :

এত দ্বারা PMAY(G) ঘরের চিহ্নিত নিম্নলিখিত উপভোক্তাদের (Beneficiary) অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ঋষ্যমুখ আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজকমিটির অধীনে আপনারা PMAY(G) প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য ১ম / ২য় কিস্তির টাকা পাওয়ার পরে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ঘরের কাজ সম্পূর্ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনাদের অবগতির জন্য কমপক্ষে তিন বার নোটিস এবং দুই বার প্রত্রিকায় বিবৃতি দেওয়ার পরেও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি অথবা স্ব স্ব গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা ভিলেজ কমিটি অফিসে যোগাযোগ করেন নি। আপনাদের পুনরায় নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, ঘর নির্মাণে বিলম্বে হওয়ার কারন সম্পর্কে আপনার কোন যুক্তি থাকলে আগামী ১০ দিনের মধ্যে স্ব স্ব গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি অফিসে অথবা ব্লক অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ীব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে.

Sl No	District	Name of Block	Name of GP/VC	Beneficary Name	PMAY-G ID	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	South Tripura	Hrishyamukh	Joykatpur	SANJIT TRIPURA	TR1004923	House Sanctioned
2			Haripur	JAYANTI DAS	TR1165852	House Sanctioned
3			Haripur	Shankar Shil	TR117432098	House Sanctioned
4			Mohininagar (ADC)	MICHU RAI TRIPURA	TR1082020	House Sanctioned
5			Uttar Sonaichari G.P	Goutam Debnath	TR1141592	House Sanctioned
6			Uttar Sonaichari G.P	Himangshu Dey	TR116257528	House Sanctioned
7			Uttar Sonaichari G.P	Khagendra Debnath	TR1165699	House Sanctioned
8			Uttar Sonaichari G.P	Suparna Chakraborty	TR116660662	House Sanctioned
9			Uttar Sonaichari G.P	Santi Ranjan Dhar	TR117134206	House Sanctioned
10			Uttar Sonaichari G.P	Ranjit Reang	TR118539052	House Sanctioned
11			Uttar Sonaichari G.P	Sati Das	TR1246900	House Sanctioned
12			Uttar Sonaichari G.P	Gobinda Sarkar	TR1269281	House Sanctioned
13			Uttar Sonaichari G.P	Dilip Dhar	TR1302367	House Sanctioned
14			Uttar Sonaichari G.P	Dipak Dhar	TR1313105	House Sanctioned
15			Uttar Sonaichari G.P	Madhan Biswas	TR1355172	House Sanctioned
16			Uttar Sarashima	RABINDRA DEBNATH	TR1258113	House Sanctioned
17			Uttar Sarashima	HARADHAN DEBNATH	TR1395715	House Sanctioned
18			Joypur	Namita Sarkar Dey	TR117870234	House Sanctioned
19			Joypur	Joyhari Datta	TR122466900	House Sanctioned
20			Gaburcharra (ADC)	NAKUL CHAKMA	TR1061797	House Sanctioned
21			Gaburcharra (ADC)	BALI_KR	TR1067523	House Sanctioned
22			Hrishyamukh	MANORANJAN SHIL	TR1235719	House Sanctioned
23			Sarashima	FULURANI BANIK	TR1014223	House Sanctioned
24			Sarashima	Bikash Chandra Guha	TR117635131	House Sanctioned
25			Dakshin Sonaichhari	RAJ PATI TRIPURA	TR1201204	House Sanctioned

ICA/D-2023/25

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ঋষ্যমুখ আর ডি ব্লক

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 52/EE/AGRI/W/2024-25

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Market Stall at Mohanpur near Highway.(2nd call) (74/SE/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 56,66,110.00	Rs. 1,13,322.00	Up to 07/04/2025 AT 2.00 PM	On 07/04/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-4442/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PNIe-T NO:-59/EE-1/2024-25, Dated 13/03/2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 03-04-2025 for 02 (Two) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-4438/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

"Notice Inviting Tender"

"Notice Inviting Tender" in sealed cover towards (i) Compilation of Accounts, and (ii) Audit of Books & Accounts is hereby invited from the CAG empanelled Chartered Accountants exclusively within Tripura State for the F/Y 2024 2025 in c/w (i) O/o the Member-Secretary, TTWREIS; & (ii) Oo the Nodal Officer, NESTS, Tripura respectively.

The last date for submission of quotations in the tender box should be fixed on 23rd April, 2025 up to 04:00 P.M. and will be opened at 04:30 P.M. on the same day in presence of the tenderers/bidders if possible; otherwise, it will be opened on the next working day at 11:30 A.M.

Details in regards to Minimum Compilation and Audit of Accounts Fees and other information can be downloaded and viewed from the website of Tribal Welfare Deptt., Govt. of Tripura @ www.twd.tripura.gov.in

ICA/C-4430/25

(Vanlaldika Darlong, TCS, Gr-I)
Member-Secretary (Joint Director, T.W.) Tripura
Tribal Welfare Residential Educational Institutions
Society Nodal Officer :: NESTS :: Tripura

CORRIGENDUM

The Press Notice Inviting No. 03/EE/WRID/TECH/AGT/2024-25, dated 05/03/2025, circulated vide Memo No. F. 1(14)/EE/WRID/TECH/3195-3227, dated 05/03/2025 No.01/EE/WRID/AGT/2024-25 has been partially modified for the work: "Hiring of 1(one) no. "M&M against DNIT Bolero/ Scorpio" (BS-VI) commercial Petrol/Diesel vehicle model not earlier than 2020 along with Driver for the office of the Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala for the year 2024-25. (3rd Call). In this connection, please read,

"Press Notice Inviting No. 04/EE/WRID/TECH/AGT/2024-25" in place of "Press Notice Inviting No. 03/EE/WRID/TECH/AGT/2024-25".

All other terms & conditions of the bidding document will remain unchanged.

ICA/C-4425/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. M./Majumder)
Executive Engineer
Water Resource Investigation Division
,Kunjaban, Agartala

Memorandum

Name of the Work: Improvement of road from Laljuri to Madhab bari (L - 3.00 km) under RIDF - XXIX of NABARD. (Job no. TP/COM/180/2023-24)
PNIT NO: 10/EE/KD/2024-25
Tender reference no: 89/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2023-24
Tender ID: 2024_CEPWD_53865_1

Subject: Cancellation of E-Tender along with forfeiture of full earnest money and the suspension of the bidder for a period of 180 days as per the Recommendation of the Bid Evaluation Committee (BEC).

In reference to the tender process for the above-mentioned project, the Tender Inviting Authority (TIA) hereby informs all concerned parties of the cancellation of the tender. This action follows the recommendation of the Bid Evaluation Committee (BEC) after thorough scrutiny of the tender submissions.

According to Clause 14.10.1 of the SITB under the approved DNIET, the withdrawal of the bid during the validity period results in the forfeiture of earnest money and the suspension of the bidder for a period of 180 days w.e.f the date of withdrawal of bid by the 1st lowest bidder from participating in future tenders with the Department.

Additionally, Clause 5.6.8(i)(f) of the Manual of Procurement of Works 2020 of the Finance Department, Govt of Tripura mandates re-tendering in cases where the lowest evaluated bidder withdraws.

Now, in compliance with the recommendations from the Bid Evaluation Committee, the following actions are hereby taken:

1. Forfeiture of Earnest Money: The full earnest money submitted by Sri Subhas Chandra Nath is forfeited as per Clause 14.10.1 of the SITB.
2. Suspension of the Bidder: Sri Subhas Chandra Nath, bearing Enlistment number PWD/TRIP/C-III/00127 is hereby suspended from participating in any future tendering processes for a period of 180 days w.e.f. 12/02/2025.
3. Cancellation of Tender: The current tender is hereby cancelled due to the withdrawal of the lowest bidder and the substantial difference (36.95%) in the quoted rates between the first and second lowest bidders as recommended by BEC.
4. Re-Tendering: The project will be re-tendered with wide publicity to ensure a transparent and competitive process.

ICA/C- 4422/25

Executive Engineer
Kumarghat Division PWD(R&B)
Kumarghat, Unakoti, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন আমের কী বৈশিষ্ট্য এবং পুষ্টিগুণ কেমন?

মরিয়ম সুলতানা

বাংলাদেশের বাজারে সাধারণত এপ্রিল মাস থেকেই কাঁচা আম পাওয়া যায়। তবে পাকা আম বাজারে উঠতে শুরু করে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই, যা চলে একদম আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

কিন্তু মে থেকে আগস্ট, এই চার মাসের কোন মাসে কোন আম বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কি আমরা জানি? অথবা, এত এত আমের মাঝে কোনটি কোন জাতের আম, সাদা চোখে তা কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখে চিহ্নিত করবো আমরা?

অনেক সময় অভিযোগ ওঠে যে বাজার থেকে ফজলি আমের নামে অনেক ক্রেতাদের হাতে আশ্বিনা আম ধরিয়ে দেওয়া হয়। আবার, জানাশোনার অভাব থাকায় ক্রেতারা হরহামেশা বাজার থেকে হিমসাগর আম কিনছেন ঠিকই। কিন্তু আদতে তা মোটেও হিমসাগর নয়, বরং অন্য জাতের আম। বাহ্যিক দিক দেখে আম চিহ্নিত করার উপায় কী এবং সেই সাথে, কোন আমের পুষ্টিগুণ কেমন ও স্বাদের দিক থেকে কোন আম এগিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে বিবিসি বাংলার সাথে কথা হয়েছে রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল আলীম ও ল্যাবএইড হাসপাতালের পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমের সঙ্গে। এই প্রতিবেদনে আমরা আজ সেসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো।

গোপালভোগড-ঃ আব্দুল আলীম জানান, প্রচলিত ভালো জাতের আমের মধ্যে বাজারে প্রথম যে আম পাওয়া যায়, তা হল গোপালভোগ। আম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুনের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে গোপালভোগ আম পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সব জেলাতেই এই আমের চাষ হলেও বৃহত্তর রাজশাহী এলাকা গোপালভোগ আমের জন্য বেশি প্রসিদ্ধ। "আমের জন্য যেমন আবহাওয়া উপযুক্ত, তা রাজশাহীতে বিদ্যমান। পুষ্পায়নের জন্য শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া লাগে। আর পরিপক্কতার জন্য শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া লাগে। এটা এই এলাকায় আছে। তাই এখানকার আম বেশি সুস্বাদু," তিনি বলেন। এই আম চেনার উপায় হল, এর গায়ে ছোট ছোট হলুদ ছোপ ছোপ দাগ থাকে এবং নীচের অংশ কিছুটা সরু। আর, পাকার পর এর গায়ে একটি হলদে ভাব আসে। স্বাদের কথা বললে এই আম আশহীন, ঘ্রাণযুক্ত ও অনেক মিষ্টি। তবে এর খোসা তুলনামূলক মোটা এবং আঁটি পাতলা হয়। আকারে এটি কিছুটা ছোট ও লম্বাটে।

রানী পছন্দ ঃ- বৈশিষ্ট্য ও আকারের দিক থেকে গোপালভোগের কাছাকাছি ধরনের আরেকটি আম হল রানী পছন্দ। এটির গায়েও হলুদ দাগ আছে। কিন্তু আকারের দিক থেকে এটি গোপালভোগ আমের চেয়েও ছোট ও গোলাকার। তবে "গোপালভোগ ও রানী পছন্দ একসাথে রাখলে চেনা কঠিন হয়ে যায়। তাই অনেকেই গোপালভোগের সাথে রানী পছন্দ মিশিয়ে বিক্রি করে," বলেন ড. আলীম। এই আম চেনার উপায় হল, এতেও কোনও আঁশ নেই। খোসা পাতলা। আমের বোঁটা শক্ত এবং খোসা গোপালভোগের চেয়ে তুলনামূলক মসৃণ।

খিরসাপাতঃ- খিরসাপাত আম উৎপাদনের জন্য রাজশাহী, চাঁপাইগঞ্জে বেশি বিখ্যাত। আম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথম সপ্তাহে বাজারে আসে। গোলাকৃতির এই আম আকারে একটু বড় হয়। আর, এটির গায়ে হালকা দাগ আছে। এছাড়া, আম পাকলে বোঁটার চারদিকে হলুদ রং ধারণ করে।

মিষ্টি সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য এই আমের কদর আমপ্রেমীদের কাছে অনন্য। তবে মজার বিষয় হল, এই খিরসাপাত আমকেই ঢাকা সহ সারাদেশে হিমসাগর আম নামে বিক্রি করা হয়। হিমসাগর আম সম্বন্ধে ড. আলীম বলেন, "হিমসাগর আমের একটি আলাদা জাত। রাজশাহীতে আদতে হিমসাগর আম উৎপাদন হয় না। এটি বাজারেই নাই।" হিমসাগরের উৎপাদন ভারতে বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বাংলাদেশেও দুই একজনের কাছে এটির গাছ আছে, কিন্তু চাষ হয় না। বাগান নাই এর কোনও।" এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "হিমসাগরের ফলন কম এবং এটি খিরসাপাতের মতো অত ভালো না। শুধুমাত্র সাইজ (আকার) খিরসাপাতের মত।"

ল্যাংড়া এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার, যার ল্যাংড়া আম পছন্দ নয়। কথিত আছে, বেনারসের ল্যাংড়া ফকিরের নামে এর এমন নামকরণ হয়েছে। সেজন্য ল্যাংড়া আমকে ভারতে 'বানারসী আম' হিসেবে ডাকা হয়। আম ক্যালেন্ডার ২০২৪ অনুযায়ী, ১০ই জুন থেকে এই আম

সংগ্রহ করা শুরু হবে। ল্যাংড়া আম চিহ্নিত করার কথা বললে বলতে হয়, অন্য আমের চেয়ে এই আম চেনা অনেকটাই সহজ। কারণ এই আমে এক ধরনের ঝাঁঝ থাকে, যা এটিকে আলাদা করে। সেইসাথে, এটি দেখতে গোলাকার এবং এর খোসা একইসাথে পাতলা ও মসৃণ। "চামড়া পাতলা হওয়ার কারণে পোকাদের এই আম পছন্দ। চামড়ার ভেতরে ডিম পেড়ে দেয়। ভেতরে পরে পোকা হয়," বলেন ড. আলীম। এছড়া, ল্যাংড়া আমের গায়ে এক ধরনের নাক থাকে। এর বোঁটা চিকন আর আঁটি পাতলা হয়। সেইসাথে, পাকা আমের গায়ে পাউডারের মতো গুঁড়া থাকে।

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ অঞ্চলে এই আম বেশি হয়। এই আমও সুগন্ধযুক্ত ও রসালো। পাকা আমের রঙ অনেকটা সবুজাভ হলুদ।

গুটি বা আঁটি আম ঃ- আম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের বাজারে গুটি বা আঁটি আম সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। তবে বাস্তবে গুটি আম বলতে আলাদা কিছু নেই। মানুষ আম খাওয়ার পর তাদের ঘরের আঙ্গিনায় বা এখানে-সেখানে আমের আঁটি ফেলে দেয়। সেই আঁটি থেকে যে গাছ, পরবর্তীতে আম হয়, সেগুলোকেই গুটি আম বলে। কিন্তু মজার বিষয় হল, যে আমের আঁটি থেকে গাছ হয়েছে, সেই গাছে আদৌ একই ধরনের ও মানের আম হবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। "এই আমের কোনও নাম নাই। বিভিন্ন ধরনের আঁটি থেকে গাছ হয় এবং তখন সেটি মাতৃচরিত্র বহন করে না। আম অন্যরকম হয়ে যায়। ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। সাধারণত খারাপই বেশি হয়," বলেন ড. আলীম। বিষয়টিকে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "যেমন, গোপালভোগের আঁটি থেকে যদি গাছ হয়, তবে সেটি গোপালভোগ আমের মতো আম দিবে না। গোপালভোগ থেকে যদি কলম করি, তাহলে একই স্বাদযুক্ত হবে।" অর্থাৎ, মাতৃগাছের গুণাগুণ পেতে হলে অবশ্যই কলম করতে হবে। "আঁটি থেকে হলে খারাপই বেশি হয়। দেখা যাচ্ছে যে আম হিসেবে গোপালভোগ, কিন্তু স্বাদ টক।" গুটি আমের আকারও সুনির্দিষ্ট নয়। কোনও আমের আকার ছোট, কোনোটির বড়।

হাড়িভাঙ্গা ঃ- বাংলাদেশে যেসব আমের জনপ্রিয়তা আছে, তার মাঝে হাড়িভাঙ্গা আমও আছে। তবে রংপুর অঞ্চলে হাড়িভাঙ্গা আমের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে হাড়িভাঙ্গা আম বাজারে আসবে। হাড়িভাঙ্গা আমের সাথে আঁটি আমের সম্পর্ক আছে বলে কথিত আছে। শোনা যায়, কেউ কোনও একটি আম খেয়ে তার আঁটি একটি হাড়ির মাঝে ফেলে দিয়েছে। "সেখান থেকেই যে গাছ হয়েছে, সেই গাছের আমের নাম দেওয়া হয়েছে হাড়িভাঙ্গা আম," বলেন সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল আলীম। হাড়িভাঙ্গা আম চেনার উপায় হল, এর বোঁটার দিকের অংশ চওড়া এবং নীচের দিকটা চিকন। এছাড়া, এই আমের আঁশ নেই বললেই চলে। "সেজন্য এই আম বেশি পেকে গেলে খাওয়া যায় না। ভেতরে জেলির মতোমানে অনেক বেশি নরম নরম হয়ে যায়। তাই এটি শক্ত অবস্থায় খেতে হবে।" তিনি জানান, হাড়িভাঙ্গা ও আম্রপালি আম বেশি পাকলে খেতে সমস্যা হয়।

আম্রপালি বা বারি-৩ঃ- জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আম্রপালি আম বাজারে আসবে। বাংলাদেশের নওগাঁতে এই আম বেশি চাষ হয়। এটি একটি হাইব্রিড আম, যার মিষ্টতা অন্য আমের চেয়ে অনেক বেশি। এই আমের আকার নীচের দিকে একটু সূঁচালো এবং উপরের দিকটা অনেকটা গোল। আকারের দিক থেকে এটি কিছুটা ছোট এবং এর খোসা মসৃণ বা তেলতেলে। অন্য আমের চেয়ে এই আমে মিষ্টি বেশি। এর স্বাদও অন্যরকম। ড. আলীম বলেন, "হাইব্রিড হওয়া এই আমের আকার অনেকটা এর পরিচর্য্যার ওপর নির্ভর করে। পরিচর্য্যা বেশি হল আকার বড় হবে, কম হলে ছোট হবে।" এছাড়া, গাছে যদি আমের ফলন বেশি হয়, তাহলেও আমের আকার কিছুটা ছোট হবে এবং ফলন কম হলে আকারও বড় হবে বলে তিনি জানান।

আশ্বিনা ঃ- মৌসুমের শেষ আম হল আশ্বিনা আম। জুলাইয়ের ১০ তারিখ থেকে এটি সংগ্রহ করা শুরু হবে এবং অগাস্ট পর্যন্ত বাজারে এই আম পাওয়া যায়। তবে এই আম দেখে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। কারণ আশ্বিনা আম আকারে বেশ বড় হওয়ায় অনেকেই এটিকে ফজলি আমের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। আশ্বিনা আম চিহ্নিত করার উপায়, আশ্বিনা আম দেখতে একটু বেশি সবুজ। এটি সাধারণত হলুদ হয় না। এছড়া, এই আম পেটের দিক থেকে একটু মোটা। এছাড়া, আশ্বিনা আমের খোসা অনেকটা মোটা এবং এর স্বাদ অনেকটা টক-মিষ্টি।

ফজলি ঃ- ফজলি আমের রঙ হলুদ হয় এবং আকারে লম্বা ধরনের হয়। ফজলি আম যখন বাজারে আসা শুরু করে, তখন আর অন্য আম খুব একটা বাজারে থাকে না। আম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, এটি জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে আসে। এই আম আকারে বেশ বড় হলেও ল্যাংড়া বা গোপালভোগ আমের মতো মিষ্টি না। এই আমের আকার এত বড় যে মাত্র একটি বা দু'টো আমেও এক কেজি হয়। এই আমে একদিকে যেমন অনে বেশি আঁশ, অপরদিকে এটি বেশ মিষ্টি। কথিত আছে, ফজলি বিবি নামক এক বৃদ্ধার নাম অনুসারে এর নাম ফজলি রাখা হয়। কারণ এটিও ওই আঁটি আমের মতো। ফজলি বিবির বাড়িতে এই গাছ প্রথম দেখা যায়।

বারি আম-২ বা লক্ষণভোগ ঃ- এই আম চেনার একমাত্র উপায় হল, এটির গায়ে এক ধরনের নাক আছে। এই আম যখন পাকে, তখন এটি হলদে রঙ ধারণ করে। চলতি বছরের ২৫ মে থেকে রাজশাহীতে লক্ষণভোগ আম সংগ্রহ শুরু হয়েছে। এই আমের মিষ্টতা অনেকটা কম হওয়ায় অনেকে এটি ডায়াবেটিস আমও বলে। লখনা আম নামেও পরিচিত এই আমের খোসা কিছুটা মোটা, তবে আঁটি পাতলা।

বারি-৪ আম বারি-৪ আম বাংলাদেশের কৃষি গবেষকদের উদ্ভাবন। আশ্বিনা আমের সঙ্গে বিদেশি একটি আমের সংকরায়নে এটি উদ্ভাবন হয়েছে। সাধারণত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই আম সংগ্রহ করা শুরু হয় এবং জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এই আম বাজারে আসা শুরু করে। এই আম চিহ্নিত করা খুব সহজ। কারণ পাকা আমের রঙ একদম হলুদ বা সোনালি। আঁশহীন এই আম খেতে খুব একটা মিষ্টি না। তবে এর আঁটি ছোট ও পাতলা হয়। বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় বারি-৪ আমের চাষ বেশি হয়। এছাড়া, এই আমের কাঁচা মিঠা স্বাদ থাকায় কাঁচা বারি-৪ আম অনেকের প্রিয়।

বারি-১৪ বা রঙিন আম ঃ- এটি দেশের বাইরে থেকে সংগ্রহ করা একটি আমের জাত। এর রঙ লালচে ধরনের। এই আম চেনার উপায়, এর গায়ে এক ধরনের মোমের আস্তরণ থাকে। এর মিষ্টতা বারি-২ বা বারি-৪ আমের কাছাকাছি।

সূর্যডিম আম ঃ- এই আমের রঙও লাল, বলা হয়ে থাকে যে এটি বিশ্বের সবচেয়ে দামী আম। বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত আমের দাম জাতভেদে প্রতি কেজি ৪০ থেকে ১০০ টাকা। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আম ৫০০০-৬০০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে চাষ হচ্ছে। জাপানি ভাষায় আমটিকে বলা হয় "মিয়াজাকি"। বিশ্ববাজারে এটি "রেড ম্যাঙ্গো" বা "এগ অব দ্য সান" নামেও পরিচিত। এই আমের গড়ন সাধারণ আমের চাইতে বড় ও লম্বা, স্বাদে মিষ্টি এবং আমের বাইরের আবরণ দেখতে গাঢ় লাল অথবা লাল-বেগুনির মিশ্রণে একটি রঙের। এর স্বাদ মিষ্টি, তবে তা বারি-১৪ আমের তুলনায় বেশ কম বলে জানান ড. আলীম।

কাটিমন ঃ- কাটিমন আম আসলে থাইল্যান্ড থেকে আনা একটি বারোমাসি আমের প্রজাতি। একে সুইট কাটিমনও বলে। বছর জুড়ে এই আম উৎপাদিত হয় বলে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে এই আমের চাষ বাড়ছে। এর স্বাদ ভালো, বেশ মিষ্টি হয় এবং এই আমে কোনও আঁশ থাকে না। কাটিমন আম গাছে ফেব্রুয়ারি, মে ও নভেম্বর মাসে মুকুল আসে এবং মার্চ- এপ্রিল, মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট মাসে আম পাকে। তবে মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশীয় নানা জাতের আম থাকার কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে মুকুল ভেঙ্গে দেয়া হয়। জাতভেদে আমের পুষ্টিগুণ আলাদা? উপরে বর্ণিত আমগুলো বাংলাদেশের বাজারে বেশ জনপ্রিয়। তবে এগুলোর বাইরেও বাংলাদেশে আরও অনেক আম আছে। যেমন- গৌড়মতী, ইছামতী, বোম্বাই ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল, জাতভেদে কি আমের পুষ্টিগুণও আলাদা? এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলীম ও পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম, দু'জনেই বিবিসিকে জানিয়েছেন যে জাতভেদে পুষ্টিগুণে খুব একটা পার্থক্য নেই। ড. আলীম বলেন, "সব আমের পুষ্টিগুণই মোটামুটি একইরকম। শুধু মিষ্টতায় প্রধান পার্থক্য। আর কাঁচা আমে ভিটামিন সি বেশি থাকে।" এর আগে পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, পাকা আমে প্রচুর পরিমাণে ক্যালরি, শর্করা, আমিষ, ভিটামিন এ, বিটা ক্যারটিন, পটাশিয়াম ইত্যাদি থাকে। তাই, কাঁচা আমের তুলনায় আঁশযুক্ত পাকা আম শরীরের জন্য বেশি ভালো। তিনি বলেন, "পাকা আমে পর্যাপ্ত পরিমাণ আঁশ জাতীয় উপাদান পেকটিন থাকে, যা পাকস্থলিতে থাকা খাদ্যকে ভালোভাবে পরিপাক হতে সাহায্য করে।" এছাড়া, আমের বিশেষ কিছু এনজাইম খাদ্য উপাদানের প্রোটিনকে ভালোভাবে ভেঙে ফেলতে কাজ করে। যা সামগ্রিকভাবে পরিপাক ক্রিয়ায় অবদান রাখে। আমে থাকা ভিটামিন সি, ভিটামিন এ ও অন্যান্য ২৫ ধরনের ক্যারোটেনয়েডস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে, আমে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে ও চোখের চারপাশের শুষ্কভাবও দূর করে। "ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে আম", তিনি যোগ করেন। কেন মৌসুমের আম মৌসুমেই খাবেন? সব আম-ই পেকে গেলে কিছুটা হলদে বর্ণ ধারণ করে। আর আম পাকা কিনা তা বোঝার আরও একটি উপায় আছে। পাকা আম পানিতে রাখলে তা ডুবে যায়। এখন, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন যে আম পাকবে, তখন যদি সেই আম খাওয়া যায়, তাহলে অসাধু ব্যবসায়ীরা আর ক্রেতাদের ঠকাতে পারবেন না। ড. আব্দুল আলীম বিবিসিকে বলেন, "ভোক্তাকে চিন্তা করতে হবে, কোন আম আগে খাবো, আর কোন আম পরে খাবো।" "এখন গোপালভোগ আম খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে, কারণ এই আম এখন এমনিতেই পরিপক্ক হয়ে গেছে। কোনোকিছু দিয়ে পাকানোর সুযোগ নাই।" তিনি আরও বলেন, "এখন যদি কেউ বলে যে আমি ল্যাংড়া আম খাবো, তাহলে যারা অসাধু, তারা কেমিক্যাল দিয়ে ল্যাংড়া আমকে পাকিয়ে দিবে।"

মিষ্টি খাওয়ার পরই জল খেয়ে নিচ্ছেন জানেন কী কী হচ্ছে শরীরের ভিতর?

রসগোল্লা, পান্তুয়া, কিংবা চমচম, জিলিপি অথবা সন্দেশ। টুক করে মিষ্টি মুখে পুরে ফেলে, চিবিয়ে খেয়ে, ঢকঢক করে জল খেয়ে নিলেন! এটা তো আমাদের সবারই অভ্যাস। কিন্তু জানেন কি? মিষ্টি খাওয়ার পর এই জল খেলে, আপনার শরীরে, কী কী খেলা চলে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিষ্টি খাওয়ার পর অবশই জলপান করুন। এর ফলে, অপকারের তুলনায়, শরীরের উপকারই বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিষ্টি খেলে শরীরে চট জলদি শর্করার পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। একে বলে সুগার স্পাইক। যাঁরা ব্লাড সুগারের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদেরই শুধু এই সমসা হয় না। এটা ঘটে সবার শরীরেই। তাই মিষ্টি খাওয়ার পর জল খেলে, এই সুগার স্পাইকের সমস্যা ঘটে না। জল যেকোনও খাবার সহজে হজম করার কাজ করে। তাই মিষ্টিজাত খাবারকে সঠিকভাবে হজম করার জন্য জল খাওয়া অত্যন্ত জরুরী। মিষ্টি খেলে দাঁতের ব্যাকেটেরিয়া আরও বেশি সক্রিয় হতে পারে। তাই জল খেলে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। দাঁতের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। যাঁরা মাড়ির ব্যথায় সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা অবশ্যই মিষ্টি খাওয়ার পর জল খান। নাহলে ব্যথা আরও বাড়তে পারে।

মেকআপ কিট থেকে সরান এই জিনিসগুলি হতে পারে ত্বকের বড়সড় ক্ষতি

অনেক নারী-পুরুষ মেকআপ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু সঠিক সময়ে মেকআপ তুলে ফেলাও প্রয়োজন। তা না হলে ত্বকের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। মেকআপ কিটের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রত্যেকের উচিত মেকআপ কিট থেকে পুরানো বা মেয়াদোত্তীর্ণ জিনিস সরিয়ে দেওয়া। বেশিরভাগ নারীই মেকআপ করতে পছন্দ করেন। মেকআপ একদিকে যেমন সৌন্দর্য্য বাড়ায়, তেমনই আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়। কিন্তু মেকআপ লাগানোর পর তা সঠিক সময়ে মুখ থেকে তুলে ফেলার ভীষণ প্রয়োজন। একইভাবে মেকআপ কিট থেকেও মাঝে মাঝে পুরনো জিনিস বাদ দিতে হবে। পুরনো বা মেয়াদোত্তীর্ণ জিনিস ব্যবহার করলে তা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

কোনও ব্যক্তি যদি নিজের মেকআপ কিটে থাকা পুরনো জিনিস ব্যবহার করেন, তা হলে তা সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। নিম্নে এক ঝলকে দেখে নিন ত্বকের যত্নের জন্য মেকআপ কিট থেকে কী কী জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে শুকনো মাস্কারা মাস্কারা চোখকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করে। তবে মাস্কারার মেয়াদ খুবই কম হয়। তা সাধারণত ৩-৬ মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা উচিত। পুরানো বা শুকনো মাস্কারা ব্যবহার করলে চোখ জ্বালা, লালভাব বা সংক্রমণের মতো সমস্যা তৈরি হেতে পারে।

ফাউন্ডেশন স্কিন টোন সমান করার জন্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশন বেশি পুরনো হয়ে গেলে এর রঙ বদলে যেতে পারে। যদি এর রঙ পরিবর্তন হয়ে থাকে, তা হলে তাড়াতাড়ি মেকআপ কিট থেকে ফাউন্ডেশন সরিয়ে ফেলতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ ফাউন্ডেশন ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা ত্বকের সমস্যা সৃষ্টি করে। পুরনো লিপস্টিক অনেক সময় অনেক নারী লিপস্টিকের একটি নির্দিষ্ট শেড দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন। তবে লিপস্টিকের মেয়াদও খুব বেশি হয় না। ফলে লিপস্টিক বেশি দিন ব্যবহার করলে তাতে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জন্মাতে পারে। একইসঙ্গে ঠোঁটে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মেকআপ ব্রাশ-ঃ মেকআপ ব্রাশ ও স্পঞ্জ নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। এই ব্রাশ এবং স্পঞ্জগুলি যে কোনও ব্যক্তির মুখের/ত্বকের সরাসরি সংস্পর্শে আসে। যার ফলে সেখানে জমে থাকা ব্যাকটিরিয়া ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। ব্রাশ বা স্পঞ্জের মান খারাপ হতে দেখলে তা বদলে ফেলা প্রয়োজন।

বাঙালির হেঁশেলে ইটালিয়ান চিকেন ঝোল

বাঙালির হেঁশেলে এবার না হয় হয়ে যাক ফিউশন কাণ্ড। উইকএন্ড বলে কথা। ট্রাই করুন ইটালিয়ান চিকেনের ঝোল। উইকএন্ডের লাঞ্চে তাক লাগিয়ে দিন বাড়ির লোকদের। বাঙালির হেঁশেলে এবার না হয় হয়ে যাক ফিউশন কাণ্ড। উইকএন্ড বলে কথা। ট্রাই করুন ইটালিয়ান চিকেনের ঝোল। উইকএন্ডের লাঞ্চে তাক লাগিয়ে দিন বাড়ির লোকদের।

যা যা লাগবে—

উপকরণ: মুরগির ছোটো ছোটো টুকরো ২ কেজি, রসুনবাটা ৭-৮ কোয়া, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ৫ টি, কুচোনো পেঁয়াজ ১টি, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, টম্যাটো পিউরি ২ টেবিল চামচ, জল অথবা মুরগির স্টক ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, তেল ১ কাপ, নুন স্বাদমতো।

এভাবে তৈরি করুন— মুরগির টুকরোগুলি ধুয়ে তাতে নুন, ২ চা চামচ তেল, ২ চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবং অর্ধেকটা পেষা মশলা মাখিয়ে আধঘণ্টা রেখে দিন। তেল গরম করে মুরগির টুকরোগুলো বাদামি রং করে ভেজে তুলুন। বাকি তেল গরম করে কুচোনো পেঁয়াজ ভাজুন, বাকি সব মশলা দিয়ে আরও মিনিট দুয়েক ভেজে টম্যাটো পিউরি এবং মাংস দিন। এবারে নুন, বাকি সয়া সস এবং জল বা স্টক দিয়ে ফোটান। সামান্য জলে বাকি কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিন। নাড়াচাড়া করে আরও ২ মিনিট ফুটিয়ে নামান এবং গরম গরম পরিবেশন করুন।

এক টুকরো গুড়েই ফিরবে ত্বকের জেল্লা

গুড় খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও যেমন ভালো, গুড় মাখাও ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারি। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের কালো ছোপ দূর করতে খুবই ভালো কাজ করে গুড়। তাই নানান ফেসপ্যাকে গুড় মিশিয়ে নিলে কিন্তু দারুণ ফল পাবেন। গুড় আর টম্যাটোর ফেসপ্যাক কিন্তু বলিরেখা দূর করতে ওস্তাদ। এর জন্য গুড়কে ভালো করে গুড়ে করে নিন। তারপর সেই গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিন এক চামচ টমাটোর রস। তারপর মুখে মেখে, আধঘণ্টা মতো রাখুন। এরপর হালকা হাতে মাসাজ করে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে নিন। এতে কিন্তু ব্রনও কমবে।

গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন গ্রিন চায়ের লিকার। তারমধ্যে মিশিয়ে নিন হলুদ। এই ফেসপ্যাক ত্বকের কালচে ছোপ দূর করতে দারুণ কাজ করবে।

গুড়ো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন। রাতে শোয়ার আগে মুখে ভালো করে মেখে নিন। কিছুক্ষণ মুখে রেখে উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক একেবারে তরতাজা হয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার টিএসএফের উদ্যোগে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

হোলি, দিওয়ালি, ছট, গ্রীষ্ম এবং মহাকুম্ভ-এর সময়ও অধিকাংশ রেল বিভাগের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখার হার ৯০ শতাংশ বেশি ছিল

নতুন দিল্লি ১৮ মার্চ : কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ লোকসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, সময়ানুবর্তিতা, পরিবেশগত সুস্থিতি, রপ্তানি, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক অবস্থা সহ ভারতীয় রেলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি ভারতীয় রেলকে একটি আধুনিক, দক্ষ এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ী পরিবহন ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যাত্রীদের সু-অভিজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উভয়ই যাতে সমৃদ্ধ হয়ে এই লক্ষ্যে রেল মন্ত্রক কাজ করে চলেছে।

আজ লোকসভায় ট্রেন পরিচালনার সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রেলমন্ত্রী বলেন যে, ভারতীয় রেল উন্নত সিগন্যালিং ব্যবস্থা, রিয়েল-টাইম মনিটরিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত সময়সূচী গ্রহণ এবং পূর্বাভাসমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৯০ শতাংশেরও বেশি সময়োপযোগী সাফল্য অর্জন করেছে। মন্ত্রী বলেন, ৬৮টি রেল বিভাগের মধ্যে ৪৯টি রেল বিভাগ ইতিমধ্যেই সময়ানুবর্তিতা রক্ষার হার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছে এবং ১২ টি বিভাগ চিত্তাকর্ষকভাবে ৯৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এই উচ্চতর দক্ষতার ফলে ট্রেন চলাচল সহজতর হয়েছে, যার ফলে যাত্রী ও মালবাহী পরিষেবা উভয়ই লাভ হচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় রেল ৪, ১১১ টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন, ৩, ৩১৩ টি যাত্রীবাহী ট্রেন এবং ৫, ৭৭৪টি শহরতলি ট্রেন সহ ১৩, ০০০ টিরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, মোট ট্রেন চালানোর সংখ্যা এখন কোভিড-পূর্ব সময়ের সংখ্যা স্তর অতিক্রম করেছে, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নত পরিষেবা সরবরাহের প্রতি রেলের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

সাম্প্রতিক সময়ে উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ভারতীয় রেল রেকর্ড সংখ্যক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে। গত বছর, হোলির সময়, ভ্রমণকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ৬০৪টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়। গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়, স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রায় ১৩,০০০ বিশেষ ট্রেন চালানো হয়।। একইভাবে, ছট ও দীপাবলির জন্য ৮,০০০ টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে। মহাকুম্ভ চলাকালীন সারা দেশ থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে ১৭,৩৩০ টি বিশেষ ট্রেন চালানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এই বছর শুধুমাত্র হোলির জন্য ১,১০৭ টি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা যাত্রীদের সুবিধা এবং দক্ষ ভ্রমণ ব্যবস্থাপনার প্রতি ভারতীয় রেলের নিরলস প্রয়াস ও অঙ্গীকারকে মূর্তকরে।

'ভারত ২০৪৭: জলবায়ু- সহনশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ' সম্মেলন ১৯ মার্চ থেকে

নতুন দিল্লি ১৭ মার্চ : কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এর উদ্যোগে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত 'ভারত ২০৪৭: জলবায়ু- সহনশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ' শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। লক্ষ্মী মিত্তল অ্যান্ড ফ্যামিলি সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ''সালাতা ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি''র যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান জলবায়ু-সহনশীল ভারত২০৪৭-এর লক্ষ্যে নীতি, কর্মসূচি এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অভিযোজন এবং সূক্ষ্ম দিকসমূহ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিক্রিয়ার মূল চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন সুমন বেরি এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন। ভারত সরকার, শিক্ষাবিদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী ক্ষেত্র এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লক্ষ্মী মিত্তল অ্যান্ড ফ্যামিলি সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তরুণ খান্না এবং হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক জর্জ পাওলো লেম্যান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু ও স্থায়িত্বের ভাইস প্রোভোস্ট অধ্যাপক জিম স্টক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড্যানিয়েল পি শ্রাগ প্রমুখ।

চার দিন ধরে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অভিযোজন এবং যে কোন জলবায়ুতে সহনশীলতার বৈশিষ্টের উপর বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত অধিবেশন হবেঃ যেমন, ১)) জলবায়ু বিজ্ঞান এবং জল ও কৃষিতে এর প্রভাব, (২) স্বাস্থ্য, (৩) কাজ, এবং (৪) পরিবেশ নির্মিতি। সম্মেলনে প্রশাসন, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, জীবিকা ও দক্ষতা, লিঙ্গ এবং আর্থিক সহায়তার মতো বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কর্মশালা থাকবে। কর্মশালাগুলির লক্ষ্য হল গবেষণা পত্র, প্রযুক্তিগত নথি এবং নীতিগত সংক্ষিপ্ত বিবরণের মতো বাস্তব ফলাফল তৈরি করা, যা অংশগ্রহণকারীরা বৈশ্বিক উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অবদান রাখতে সম্মত হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হবে, যেখানে একটি গ্রহণযোগ্য এবং প্রভাবশালী শ্রোতাদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আলোচনা করার একটি বিশেষ সুযোগ হবে।

এই সম্মেলন সরকার, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, বেসরকারী ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের এক মঞ্চে আনবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় আন্তঃবিষয়ক সংলাপ এবং সহযোগিতা জোরদার করা যায়। এটি অংশীদারদের ভারতের জন্য একটি সুস্থায়ী এবং জলবায়ু-সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য কৌশল গ্রহণে সাহায্য করবে, যার জন্য বহুবিধ আন্তঃবিষয়ক পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে।এখানে সংগৃহীত অন্তর্দৃষ্টি ভারতের আসন্ন জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সরাসরি অবদান রাখবে, এটি নিশ্চিত করবে যে এটি প্রমাণ-ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভারতের বিস্তৃত উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লক্ষ্মী মিত্তল অ্যান্ড ফ্যামিলি সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট সম্পর্কে তথ্য: লক্ষ্মী মিত্তল অ্যান্ড ফ্যামিলি সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট হল হার্ভার্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যাপী গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এবং বিশ্বের সাথে এর সম্পর্ককে উন্নত ও গভীর করার জন্য আন্তঃবিষয়ক গবেষণায় জড়িত।

সালাতা ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি:

২০২২সালে প্রতিষ্ঠিত, সালাতা ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি একটি আন্তঃবিষয়ক কেন্দ্র, এটি জলবায়ু গবেষণা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানকে ত্বরান্বিত করার জন্য কর্মরত রয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে, সালাতা ইনস্টিটিউট দক্ষিণ এশিয়া অভিযোজন গবেষণা ক্লাস্টারকে সহায়তা দিয়ে চলেছে, যা শীর্ষস্থানীয় জলবায়ু বিজ্ঞানী, মহামারীবিদ, পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত। ক্লাস্টারটি ভারতীয় উপমহাদেশে জলবায়ু অভিযোজন গবেষণার অগ্রগতির জন্য নিবেদিত, উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব এবং আবহাওয়ার ধরণ পরিবর্তনের উপর গবেষণা ও প্রায়োগিক চিন্তা ভাবনা প্রদান করছে

লাইট হাউস নিয়ে টুডার অফিসে মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ঘর প্রাপকরা।

বদরপুরে রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার নিষিদ্ধ গাঁজা, ধৃত ত্রিপুরার দুই মহিলা

শ্রীভূমি (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে আগরতলা-নয়াদিল্লি তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১১ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)। নিষিদ্ধ গাঁজা পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে ত্রিপুরার বাসিন্দা দুই মহিলাকে। ধৃত দুই গাঁজা পাচারকারীকে ত্রিপুরার সিপাহী জেলান্তর্গত বিশালগড়ের মনোয়ারা বেগম এবং জিন্টা বেগম বলে পরিচয় পেয়েছে জিআরপি।

জিআরপি থানা সূত্রে জানা গেছে, বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসে রুটিন তালাশি চালিয়ে দুই মহিলার লটবহর থেকে ১১ কিলোগ্রাম গাঁজার দুই প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করেছেন রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা। ধৃত মনোয়ারা এবং জিন্টা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, জানিয়েছে রেলওয়ে পুলিশের সূত্রটি।

ঝাঁসিতে গমের খেতে ভয়াবহ আগুন, লক্ষাধিক টাকার ফসল পুড়ে ছাই

ঝাঁসি, ১৮ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ঝাঁসির মউরানীপুর তহশিল এলাকার অন্তর্গত বুখারা গ্রামে সোমবার সন্ধ্যায় পাকা গমের ফসলে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন এতটাই বিধ্বংসী রূপ নেয় যে কৃষকেরা প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে বাধ্য হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মউরানীপুর কোতোয়ালির অন্তর্গত বুখারা গ্রামের বাসিন্দা বলবীর সিং পরমারের সাড়ে ৪ বিঘা জমির গমের ফসল এই অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা দেখে তাদেরও পিছিয়ে আসতে হয়। স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের আনুমানিক এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার ফসল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে কৃষকের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে।

যাদবপুরকাণ্ডে ১৬ জন পড়ুয়াকে তলব, থানার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন পড়ুয়াকে থানায় তলব করা হয়। তাঁরা সেই তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরা দেন। তবে যাদবপুর থানার বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন বাকি প্রতিবাদী পড়ুয়ারা।গত ১ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থার অভিযোগে আগে ২ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। 'ওয়েবকুপা'-র সভাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল তার জন্য একাধিক এফআইআরও দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এ দিন ১০ জন পড়ুয়াকে যাদবপুর থানার পুলিশ তলব করে।

এর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাস থেকে মিছিল করে থানা চত্বরে আসেন। তারপর সেখানেই অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। যদিও যে পড়ুয়ারা তলব পেয়েছেন তাঁরা জানিয়েছেন, আইন মেনেই চলতে চান তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা এও বলেন, এমন অনেকের কাছে পুলিশের চিঠি গেছে যারা যাদবপুরের প্রাক্তনী হলেও কলকাতাতেই থাকেন না। তবে যারা কলকাতাতে আছেন, তারা সকলেই সহযোগিতা করবেন।

দাতব্য হাসপাতাল ও নতুন মন্দিরের জন্য ৯ কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা হিমন্তবিশ্ব শর্মার

শিলচর (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : শিলচরে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সঙ্গে লক্ষাধিক ভক্তকুলের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

আজ মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা কাছাড় জেলার অন্তর্গত কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে সোজা চলে আসেন জেলা সদর শিলচরে অবস্থিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মিশনে। মিশন চত্বরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশমার্গ থেকে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ এবং বেলুরমঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, তাঁর মন্ত্রিপরিষদের দুই সদস্য কৌশিক রাই ও কৃষ্ণেন্দু পাল, শিলচরের বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণনগরের বিধায়ক বিজয় মালাকার, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং লক্ষাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেন, ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পুরনো মন্দিরকে দাতব্য হাসপাতাল হিসেবে গড়া হবে।

এর জন্য ৫ কোটি এবং নতুন মন্দিরের জন্য ৪ কোটি সহ মোট ৯ কোটি টাকার ঋণ মকুব করবে তাঁর সরকার।

তিনি বলেন, শ্রীশ্রী ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী মায়ের প্রদত্ত শিক্ষা অবলম্বনে রামকৃষ্ণ মিশন আজ ভারতীয় সমাজে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন এবং মানবিক সেবায় মিশনের সন্ন্যাসীদের কাজ বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষকে কেবল অনুপ্রাণিত করাই নয়, উপকৃতও করেছে।

শিলচর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরই মধ্যে আজ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ, মুখ্যমন্ত্রী, শিলচরের রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ একটি স্মরণিকা উন্মোচন করেছেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশন, দীক্ষা দান, বহুভাষিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা, আরতি ও প্রার্থনা, ধর্মসভা, বাস্তুযজ্ঞ সহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ডোপ টেস্টে ব্যর্থতার জন্য ৪ বছরের নিষেধাজ্ঞা পেলেন ভারতীয় দৌড়বিদ অর্চনা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ(হি.স.): ডোপ টেস্টে ব্যর্থতার জন্য দৌড়বিদ অর্চনা যাদব মঙ্গলবার ৪ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেলেন। ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্সের অ্যাথলিটস ইন্টিগ্রিটি ইউনিট (এআইইউ) অনুসারে, গত বছরের ডিসেম্বরে পুনে হাফ-ম্যারাথনে সংগ্রহ করা যাদবের নমুনায় নিষিদ্ধ পদার্থ অক্সানড্রোলন পাওয়া যায়। এই সিন্থেটিক অ্যানাবলিক স্টেরয়েড শরীরে প্রোটিন উৎপাদন এবং পেশী গঠনে সহায়তা করে।

৭ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি এআইইউকে দেওয়া একটি ইমেলের মাধ্যমে লঙ্ঘনের অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার, আপনার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। এআইইউ জানিয়েছে যে এই যোগাযোগ সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা হল যাদবের শুনানির প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সংস্থার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।

হিমাচল প্রদেশের গিরিনগরে আগুন, আহত বেশ কয়েকটি গবাদি পশু

নাহন, ১৮ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলার গিরিনগর এলাকায় সোমবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে ১৫টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ আগুন লাগে,দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনের খবর পেয়ে পাঁওটা সাহিব থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এই অগ্নিকাণ্ডে ১৫টি ঝুপড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। তাদের গৃহস্থালির সমস্ত জিনিসপত্র, নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ৩-৪ গবাদি পশু আগুনে দগ্ধ হয়ে আহত হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দাবি, এই অগ্নিকাণ্ড তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। তারা কোনও ক্রমে নিজেদের ও সন্তানদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে, তবে তাদের যাবতীয় সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ (হি.স.): সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেসময় দিনের তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি কমতে পারে। আবার রবিবার ও সোমবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। তবে বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বলেই জানা যাচ্ছে।

নাগরাকাটায় একঝাঁক 'বিপন্ন' শকুন

নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার নাগরাকাটার উপন্ট্রে জলঢাকার তীরে দেখা মিলল একঝাঁক 'বিপন্ন' শকুনের। শকুনগুলি হিমালয়ান গ্রীফন প্রজাতির বলে জানা গেছে। মূলত শীতকালে হিমালয় অঞ্চল থেকে নেমে আবার গরম পড়তেই হিমালয় ফিরে যায় তারা। এদিন একসঙ্গে এতগুলি শকুন দেখতে পেয়ে কৌতুহল ছড়ায় এলাকায়। ভিড় জমান অনেকেই।

ছত্তিশগড়ে কোন্ডাগাঁও জেলা হাসপাতালে আগুন

কোন্ডাগাঁও, ১৮ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত কোন্ডাগাঁও জেলা হাসপাতালের পিছনে অবস্থিত অস্থায়ী কক্ষগুলিতে মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ আগুন লাগে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই অস্থায়ী কক্ষগুলিতে মেডিক্যাল বর্জ্য রাখা ছিল। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার খবর পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত দমকল বিভাগে খবর দেয়। সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

মঙ্গলবার আগরতলায় বিএমএসের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার ফর স্কিলিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট - আগরতলার দুদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার ফর স্কিলিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট - আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার ফর স্কিলিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট এর দু'দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু হয়েছে।

এই দিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, ডাঃ হরেকৃষ্ণ ডেকা, অফিসার ইন-চার্জ, সিপিইটি গুয়াহাটি, সঞ্জীব কুমার জানজুয়া, এড-অ্যাসেট ম্যানেজার ত্রিপুরা অ্যাসেট, ওএনজিসি সৌরজিৎ বোস, অফিসার ইন-চার্জ, সিপিইটি আগরতলা, পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস, জেনারেল ম্যানেজার এবং অফিসার ইন-চার্জ, গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। লিয়ান জ্যাকব তাংপুয়া, কারিগরি কর্মকর্তা, সিআইপিইটি।

উন্নয়ন কিভাবে করতে হয় তা কেবলমাত্র বিজেপি সরকার জানে: বিধায়িকা কল্যানী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মার্চ: উন্নয়ন কিভাবে করতে হয় তা কেবলমাত্র বিজেপি সরকার জানে। ২০১৮ সালে আমার সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষের সার্বিক প্রয়োজনে নির্বাচিত সরকার কাজ করবে। প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে নিরন্তর ভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান রাজ্য সরকার।এভাবেই বর্তমান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেনতেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। তেলিয়ামুড়াতে জাতীয় সড়ক সন্নিহিত ছড়ার উপরে নবনির্মিত ব্রিজ পরিদর্শনকালে তিনি এই কথাগুলি বলেন।

তিনি আরো বলেন, বিজেপি সরকারের উন্নয়নের ফলে বর্তমানে করইলং, বড়লুঙ্গা শিবির, ঘনিয়ারবিল, বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের চার ,পাঁচ এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ড এলাকার সাধারণ মানুষের যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য জাতীয় সড়ক সন্নিহিত ছড়ার উপরে ৪৯ লক্ষ টাকা খরচ করে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। দৃঢ় বিশ্বাস এই ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যাবস্থার মান যেমন উন্নয়ন হবে। ঠিক একইরকমভাবে গোটা এলাকার আর্থ সামাজিক ব্যাবস্থার মান বিকশিত হবে।

তেলিয়ামুড়াতে জাতীয় সড়ক সন্নিহিত ছড়ার উপরে নবনির্মিত ব্রিজ পরিদর্শন করতে মঙ্গলবার বিধায়িকার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এই জায়গা সফর করেন। এই সফর কালে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিধায়িকা দাবি করেন, এই সময়ের মধ্যে সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরন্তর ভাবে কাজ করে চলেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় সেতুর দাবি ছিল এলাকাবাসীদের। তবে দীর্ঘদিন ধরে দাবি উপেক্ষিত থাকলেও এই সময়ের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে থাকায় খুশির ঝলক এলাকাবাসীদের চেহারায়। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমুখী সরকারের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের জুড়ে চলছে উন্নয়নের হিরিক। তেলিয়ামুড়াতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সুবিধার্থে কাজ করা হচ্ছে। আগামী দিন মানুষদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ করা হবে বলে তিনি জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ, বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে মঙ্গলবার ষষ্ঠ দিনের আলোচনায় প্রশ্নোত্তর পর্বের পর প্রথমার্ধের সভায় বিজেপির তরফে সাম্প্রতিক বিষয়ে আনা হয় এক মুলতুবি প্রস্তাব। দোল উদযাপন ও হোলি উৎসবে বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির প্রেক্ষিতে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয়। সাঁইথিয়াতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। তমলুকে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি সহায়তা মেলেনি। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বিজেপি।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করেন - ডঃ শঙ্কর ঘোষ, অম্বিকা রায়, বিমান ঘোষ, নদীয়ার চাঁদ বাউরি, লক্ষণ ঘোড়ই. শান্তনু প্রামাণিক, রবীন্দ্রনাথ মাইতি, অরূপ কুমার দাস, আশিস কুমার বিশ্বাস, অনুপ কুমার সাহা প্রমুখ। মূল বিষয় পাঠ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। শঙ্কর ঘোষ তা পাঠ করেন। তবে তা আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার সভা থেকে দুপুর বারোটা পাঁচ মিনিট নাগাদ ওয়াকআউট করেন বিজেপির সদস্যরা।

শঙ্কর ঘোষ এদিন সভায় বলেন, তাদের ওই দাবি আলোচনা করা না হলেও, এই নিয়ে সরকার পক্ষের এই মুহূর্তে বিবৃতি দরকার। এই দাবি মানতেই চাননি অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সভায় এ নিয়ে আগেই বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই তাঁদের ওই দাবি সঠিক নয়। এরপর হিন্দু বিরোধী সরকার এই নিয়ে সভায় স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সদস্যরা। এর পাল্টা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। বিরোধীদের গোলমালের জেরে যদিও তা শোনা যায় নি। কয়েক মিনিট ধরে এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে অব্যবহিত পরেই সভা কক্ষত্যাগ করেন তারা।

দিল্লিতে রুবেন ও রাজনাথের সাক্ষাৎ, চর্চা একাধিক বিষয়ে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): নেদারল্যান্ডসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুবেন ব্রেকেলম্যানস মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। এই সাক্ষাতের পর রাজনাথ সিং নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'নতুন দিল্লিতে নেদারল্যান্ডসের তরুণ ও গতিশীল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুবেন ব্রেকেলম্যানসের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দিত। আমরা ভারত-নেদারল্যান্ডস প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও উন্নত করার জন্য মুখিয়ে আছি। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তি।'

'হিঁদুদের চৌদ্দপুরুষের দেশ ছাড়া' নিয়ে ফের সরব তথাগত

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): "মুসলমানদের বেশিরভাগের মধ্যে যে অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা আছে এবং হিন্দুর সম্পত্তি ও মেয়েদের উপর লোভ আছে তারই জন্য হিঁদুদের চৌদ্দপুরুষের দেশ ছাড়তে হয়েছিল!"

মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। রুকুনুদ্দিন আহমেদ নামে এক ব্যক্তির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "১. অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আবু কাহালকে মেরে ফেলেছে আর হাফিজ সাঈদকে ভালরকম জখম করেছে। এতে বাঙালি মুসলমানেরা এত হাউ হাউ করছে কেন?

২. এক কোটির উপর পূর্ববাংলার হিন্দুর সকলের আমার মত মানসিকতা, তাই তাদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল ? হাসালেন, মিঞা ! তা নয়,

৩. আমার উপর আপনার শ্রদ্ধা ছিল, ছুটে গেছে, নিশ্চয়ই খারাপ খবর। তবে এতে আমার এক মিনিটের জন্যও ঘুম নষ্ট হবে, এমন কথা বলতে পারছি না।"এর আগে তথাগতবাবুকে জনৈক রুকুনুদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, "একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হিসাবে আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দিন দিন আপনি যে নিম্ন রুচির সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে আসলে এটাই আপনার আসল রূপ। পূর্বের গুলো অভিনয়। আর সম্ভবত এই মানসিকতার জন্য, আপনাদের মত লোকদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল।" তার প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবুর ওই জবাব।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় লালুকে সমন হাজিরা দিলেন রাবড়ি ও মিসা

পাটনা, ১৮ মার্চ (হি.স.): জমির বিনিময়ে চাকরির মামলায় আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবকে তলব করল ইডি। বুধবার তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই মামলায় লালুপত্নী রাবড়ি দেবী ও মেয়ে মিসা ভারতী মঙ্গলবার হাজিরা দিয়েছেন ইডি-র দফতরে। সিবিআই প্রথমে লালু তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে জমির বদলে চাকরির মামলায় তদন্ত শুরু করে। পরে এই মামলার সঙ্গে আর্থিক তছরুপের বিষয়টি জুড়ে যাওয়ায় তদন্তে যোগ দেয় ইডিও।

গত বছরের আগস্ট মাসে এই মামলায় আদালতে একটি চার্জশিট পেশ করে ইডি। তাতে বলা হয়, লালু ঘনিষ্ঠ অমিত কতোয়াল নামের এক যুবক একটি সংস্থা খোলে। সেই সংস্থার নামেই বিহারের পাটনায় বহু জমি রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, লালু রেলমন্ত্রী থাকাকালীন নিয়োগের ব্যাপারে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। ২০০৪-০৯ সাল পর্যন্ত রেলে গ্রুপ ডি পদে বিভিন্ন বিভাগে যত চাকরি হয়েছে সবটাই নিয়ম ভেঙে। অভিযোগ, লালু তখন রেলমন্ত্রী ছিলেন। জমি নিয়ে চাকরি দিয়েছেন বহু লোককে। আর সেই জমি লালু ঘনিষ্ঠ অমিত কতোয়ালের সংস্থার নামে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন হয়। অভিযোগ, কিছু বছর পর ২০১৪ সালে অমিত তাঁর সংস্থার ১০০ শতাংশ শেয়ার দিয়ে দেয় লালুর পরিবারকে। যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে লালুপত্নী রাবড়ি দেবীর নামে। বাকি ১৫ শতাংশ রয়েছে তেজস্বী যাদবের নামে।তদন্তকারী সংস্থার আরও অভিযোগ, রেলে চাকরি পাওয়ার জন্য বহু চাকরিপ্রার্থী বাজারের তুলনায় কম দামে জমি বিক্রি করে দেন লালুর পরিবারের সদস্যদের। আর সেই সমস্ত জমি ঘুরপথে রেজিস্ট্রেশন হতো লালু ঘনিষ্ঠ অমিতের সংস্থায়। এমনটাই দাবি তদন্তকারী সংস্থার। যদিও গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে আরজেডি নেতৃত্ব।

সরকারি ব্যাঙ্কগুলি ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের টাকা আদায় করেছে : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি দুই লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ঋণ আদায় করেছে, মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন রাজ্যসভায় উত্তর দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২২-২৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ আদায় ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ঋণ খেলাপিরা এর পরিণতি থেকে রেহাই পায় না এবং ঋণ আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া।

প্রতিবাদ

● আটের পাতার পর

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ১৯৪১ সালের মে মাসে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০ তম জন্মদিন পালন করেছিলেন। এখানে সুরক্ষিত আছে রাজ পরিবারের অনেক পুরনো স্মৃতি। যা ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত হওয়ার পর ৪/৩১ একর জায়গার ওপর নির্মিত এই প্রাসাদটি প্রধান কমিশনারের বাংলোতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেলে এই পুস্তবন্ত হয়ে উঠে রাজভবন এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত এখান থেকেই রাজভবনের কার্যক্রম চলতো। এবং এর দক্ষিণ দিকের অংশে বাম আমলে রবীন্দ্র কানন গড়ে তোলা হয়। রাজভবন চলে যাওয়ার পর ১৪ই অক্টোবর ২০২২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু পুস্পবন্ত প্রাসাদটিকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য এটিকে ডিজিটাল জাদুঘর হিসেবে উদ্বোধন করেন। এর নামকরণ করা হয় প্রাসাদটির নির্মাতাকে সম্মান জানিয়ে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম এন্ড কালচারাল সেন্টার নামকরণ করা হয়েছে।

তাই রাজ্যের এমন একটি প্রাচীন ঐতিহ্য যা জাতি জনজাতিদের মিলনায়তন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে তাজ হোটেল বানানোর তীব্র বিরোধিতা করেছে আমরা বাঙালি দল।

তাজ হোটেল শহরের পার্শ্ববর্তীস্থানে বানিয়ে রাজ্যের মান উন্নয়ন করুক সরকার এমনটাই দাবি দলের। রাজ্যের উন্নয়নে ও জনগণের উন্নয়নে আমরা বাঙালী দল সব সময় সহযোগিতা করবে বলেও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

যেই বুবাগ্রা পুস্পবন্ত প্রাসাদে তাজ হোটেল বানানোর ব্যাপারে জনজাতি অংশের লোকদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যে এখানে হোটেল বানালে জনজাতি অংশের লোকদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এই ভেবে আন্দোলন শুরু করেন। অথচ এখন দেখছি নিজের ও এডিসির স্বার্থ চরিতার্থ হওয়াতে তিনি টাটা গ্রুপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন।

এই ঘটনায় সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছে আমরা বাঙালী দল। সরকার কাছে আমরা বাঙালী দল দাবি জানিয়েছেন, রাজ্যবাসীর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার, তার আবেদন করেন আমরা বাঙালি দলের নেতৃত্বরা।

আয়োজন

● আটের পাতার পর

করা হয়েছে। তাতে এলাকার প্রায় ৬ জন প্রতিবন্ধীদের ট্রাই সাইকেল সহ বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী এবং সীমান্ত বাসীদের আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে সেলাই মেশিন থেকে শুরু করে কৃষির সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।

পাশাপাশি, এদিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড রাজেশ লাঙ্গে, লালটিলা বিওপি কমান্ডার নবজোৎ সিং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য রা। এদিন বাহিনীর অফিসার রাকেশ সিনহা বলেন, আগামী দিনে যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিতে চায় তাহলে বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং যে সকল ছাত্রছাত্রীরা দারিদ্রতার কারণে লেখাপড়ায় কোচিং নিতে সমস্যা হয় তাদেরও কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বাহিনীর পক্ষ থেকে যাতে করে সীমান্তবাসীরা নিরাপত্তার পাশাপাশি আত্মনির্ভর হয়ে ওঠতে পারবে সেই বিশ্বাস জোগাতেই এই ধরনের আয়োজন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

● প্রথম পাতার পর

নাগপুরের হিংসা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি আরও বলেন, 'নাগপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল বিক্ষোভ করেছে। গুজব ছড়িয়েছে যে, ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ বলে মনে হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি কারও নেই।'মহারাষ্ট্রের নাগপুরে হিংসাত্মক ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। মঙ্গলবার নাগপুরের হিংসাত্মক ঘটনার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'গতকাল নাগপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী নাগপুরের জনগণকে শান্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এই ঘটনায় ৩৪ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ৪০-৪৫টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৪-৫ জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন। মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যের সকল স্থানে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।'চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে আরও বলেছেন, 'এই হিংসা কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা জানতে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই ঘটনার কথা বলা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি ট্র্যাক করা হচ্ছে। এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা এই ঘটনার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করব। আমি জনগণের কাছে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন করছি। সমস্ত সম্প্রদায়ের উচিত এই ধরণের ঘটনার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। আমরা সকলকে এমন বিবৃতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি যা পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ করতে পারে। শাসক দল এবং বিরোধী দলের কর্তব্য হল পরিবেশ শান্ত রাখা নিশ্চিত করা।'

আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

সরকারের চাকরির মতো চাকরি দেবে, যার বেতন হবে শুরুতেই ১৫ হাজার এবং বাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনলাইনে কাজ করতে পারবেন ওই যুবক।যুবকটির পিতা তাদের চক্রে না পড়লে যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করে ওই প্রতারক চক্র, এমনই অভিযোগ। পরে যুবকের পিতা স্থানীয় জনগনকে বিষয়টি জানান এবং স্থানীয়রা তাদের আটক করে তুলে দেন পুলিশের হাতে। দুই প্রতারক হলো সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ধ্বজনগর এলাকার বাসিন্দা মলয় দেবের ২০ বছরের কলেজ পড়ুয়া ছেলে সুপ্রতিম দেব, এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের পঙ্কজ মণ্ডলের ২৮ বছরের ছেলে মঙ্গল মণ্ডল। প্রতারক চক্রটি দাবি করে তারা ফোন নম্বর টিপিএসসি থেকে সংগ্রহ করেছেন।জানা যায় এই চক্রে যুক্ত রয়েছে ফটিকরায় বিধানসভার কাঞ্চনবাড়ি এলাকার এক যুবতীও। গোটা ঘটনাটি এয়ারপোর্ট থানায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান এই প্রতারক চক্র থেকে অল্পতে রক্ষা পাওয়া যুবকের পিতা। বলা বাহুল্য যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার জনস্বার্থে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন এই সকল প্রতারক চক্রের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে তথাপি "স্মার্ট ভ্যালু লিমিটেডের" মতো প্রতারক চক্র বিশেষ করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলে মেয়েদের টার্গেট করে হাতিয়ে নিচ্ছে সর্বস্ব।সচেতন মহলের দাবি, এই সকল চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে সঠিক বিচারের ব্যবস্থা করা দরকার এদের বিরূদ্ধে।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সরকারের বাড়িতে হানা দেয় বিলোনিয়া মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঋষভ এর নেতৃত্বে বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে সহ পুলিশ বাহিনী। পুলিশ দেখা মাত্রই নেশা সামগ্রী সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে বাড়ির লোকজন। শৌচাগারে ব্রাউন সুগার সহ ইয়াবা ট্যাবলেট ফেলে দিতে পুলিশের নজরে আসে এবং সেখান থেকে পুলিশ সেগুলিকে উদ্ধার করে। এছাড়াও বাড়ির এবং বাড়ির সংলগ্ন জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০৫০ টি ব্রাউন সুগারের খালি কৌটো উদ্ধার করে পুলিশ।

এই নেশা বিক্রি কাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাকেশ সরকারের ভাই রঞ্জিত সরকার বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী দীপক সরকার রাকেশ সরকারের স্ত্রী সহ পরিবারের লোকদের থানা নিয়ে যায়। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। জানা যায় রাতেই এই নেশা বিক্রি কাণ্ডে যুক্ত থাকার অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

উদ্ধারকাজ চলছেই, তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে এখনও আটকে ৭ জন শ্রমিক

হায়দরাবাদ, ১৮ মার্চ (হি.স.): দেখতে দেখতে ২৫-দিন হয়ে গেল, তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে টানা ২৫-দিন ধরে বন্দি ৭ জন শ্রমিক। গত ১০ মার্চ উদ্ধার হয়েছিল একটি দেহ, এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। সময় যত এগোচ্ছে, ততই আশা ফুরিয়ে আসছে, তবে হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। গত ১০ মার্চ একজনের দেহ উদ্ধার হয়, এই মুহূর্তে বাকি ৭ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

দিলীপ ঘোষ ও অভিযুক্তরা মামলায় বেকসুর খালাস

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার বিধাননগর এমপি-এমএলএ আদালতে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও আরও বেশ কিছু অভিযুক্ত। ওই মামলায় তাঁদের বেকসুর খালাস করেছেন বিচারক।

কাঁথিতে ২০১৯ সালে অমিত শাহের সভাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কর্মীদের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিলীপ ঘোষ-সহ বিজেপির ৩১ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।

সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার বিধাননগরের এমপি-এমএলএ কোর্টে হাজিরা দেন দিলীপ ঘোষ ও অন্যান্য বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ৩১ জনকেই ওই মামলায় বেকসুর খালাস করেন বিচারক।

শোভনদেব-হুমায়ুন বৈঠক আশাপ্রদ, কাটতে চলেছে সংঘাতের আবহ

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বৈঠকের ফল আশাপ্রদ। হুমায়ুনকে ডেকে দলীয় শৃঙ্খলার পাঠ দিলেন প্রবীন মন্ত্রী শোভনদেব বাবু। প্রায় ১৫ মিনিটের বৈঠকশেষে হুমায়ুন জানিয়ে দিলেন, তিনি দলের শৃঙ্খলা, দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন।গত কয়েক দিন ধরে যে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছিল হুমায়ুনকে ঘিরে, মঙ্গলবারের পরে তা কাটতে চলেছে বলেই তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রে ইঙ্গিত।সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের পাল্টা হুমায়ুনের বক্তব্য ঘিরে 'বিতর্ক' তৈরি হয়। শুভেন্দুবাবুর সমালোচনা করার পাশাপাশিই হুমায়ুনকে শো কজ করে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। এক পাতার শো কজ চিঠির জবাবে দু'পাতার জবাব দেন ভরতপুরের বিধায়ক। কিন্তু সেই জবাবে দুঃখপ্রকাশ না করে বরং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সেই অবস্থান থেকে সরছেন না। এ-ও স্পষ্ট করেছিলেন, দলের থেকে তাঁর কাছে 'জাত' আগে।

মঙ্গলবার বৈঠকের পরে শোভনদেব বাবু সাংবাদিকদের বলেন, "আমি ওঁকে বুঝিয়েছি, শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। এটা নেত্রীর নির্দেশ। আমাকেও সেই শৃঙ্খলা মানতে হবে, ওঁকে মানতে হবে, সবাইকেই মানতে হবে। এর বাইরে কিছু করা যাবে না।" প্রবীন মন্ত্রী বলেন, "ওঁকে বোঝানোর পর উনি বুঝেছেন। কথা দিয়েছেন, এমন কিছু বলবেন না, যাতে দলের অস্বস্তি হয়।"

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ। তীর্থজিৎ দেববর্মা সার্ভে করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের অর্থ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের মানচিত্রে যেই গাছগাছালিগুলি কাটা হয়েছে সেগুলিকে দ্বিগুন দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ সরকারিভাবে পাইয়ে দেওয়ার সাহায্য করেছে বলে অভিযোগের গুঞ্জন চলছে। আর তার জন্য তিনি নাকি ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে মোটা অংকের অর্থ নিয়েছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু তীর্থজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে আনা জল্পনা কল্পনা অভিযোগের কতটা সততা রয়েছে তা প্রশাসনিকভাবে সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আসল সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। তবে এদিকে এখন দেখার বিষয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তীর্থজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে আনা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ধর্মঘট ফোরামের

● প্রথম পাতার পর

অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ব্যাঙ্কের আধিকারিক/কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান ও ব্যাঙ্ককর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনসাধারণের দ্বারা আক্রমণ/অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনিপদক্ষেপ নিতে হবে। পিএসবিএস -এ কর্মী/অফিসার পরিচালকের পদ পূরণ করুন। আইবিএ-তে মুলতুবি থাকা অবশিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

আয়কর থেকে অব্যাহতি সহ সরকারি কর্মচারীদের মত গ্র্যাচুইটি স্কিমের উর্ধসীমা ২৫ লক্ষ টাকা বাড়ানোর জন্য গ্র্যাচুইটি আইন সংশোধন করতে হবে এবং ব্যাংক কর্মচারী ও আধিকারিক দের ছাড়ের মেয়াদে প্রদত্ত কর্মীদের কল্যাণ সুবিধার উপর আয়কর পুনরুদ্ধার করা চলবে না। ম্যানেজমেন্টগুলিকে এর ব্যয় ভার বহন করতে হবে। ব্যাঙ্কগুলিতে স্থায়ী চাকরির আউটসোর্সিং বন্ধ করতে হবে। ব্যাঙ্কিং শিল্পে অন্যায্য শ্রম প্রথা বন্ধ করতে হবে।

এই ১১ দফা দাবি পূরণের জন্য আগামী ২৪-২৫ মার্চ এই ব্যাংক ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়নের নেতৃত্বরা। দাবিগুলিকে আদায়ের লক্ষ্যে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস আগামী ২৩ শে মার্চ মধ্যরাত থেকে ২৫ শে মার্চ, ২০২৫ এর মধ্যরাত পর্যন্ত ২ দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

মজদুর সংঘ

● প্রথম পাতার পর

সরকারি সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

বঙাইগাঁও (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত সন্ন্যাসী পাহাড়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সোমবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় কোনও দুষ্কৃতী বঙাইগাঁওয়ের সন্ন্যাসী পাহাড়ে শুকনো পাতায় অগ্নিসংযোগ করে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন জনবসতি এলাকায়। জনবসতি এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়লেও কোনও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।ঘটনাটি ভূমি সংরক্ষণ কার্য্যালয়ের কাছে সংঘটিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে আজ মঙ্গলবার ভোরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ভূমি সংরক্ষণ দফতরের পক্ষ থেকে ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করতে আইনি সহায়তা নিয়েছে। তাছাড়া এর সঙ্গে কোনও দুষ্কৃতী জড়িত কিনা, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর এবং পুলিশ প্রশাসন।

ক্রীড়াঙ্গন

টি-২০ ক্লাব লীগ : শতদলকে হারিয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে ইউ: ফ্রেন্ডস

শতদল সংঘ - ৯৬ **ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৯৭/২**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুল পর্বের পথ অনেকটা প্রশস্ত। তৃতীয় জয় পেলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ৫ ম্যাচ খেলে। পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই পরিস্কার করে নিলো। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। মঙ্গলবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আট উইকেটে পরাজিত করে শতদল সংঘকে। বিজয়ী দলের বিশাল ঘোষ অর্ধশত রান করেছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৯৬ রান করতে সক্ষম হয় শতদল সংঘ। মুলত দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় শতদল সংঘ। দলের পক্ষে ঋতুরাজ ২৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, রাজদীপ দত্ত ২৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং গুরদ্বীপ সিং ২১ বল খেলে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে পামির দেবনাথ ১৮ রানে তিনটি এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য ১১ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ৪১ বল বাকি থাকতেই দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দলের পক্ষে ওপেনার বিশাল ঘোষ ৩২ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান এবং অঙ্কিত প্রতাপ সিং ২৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন।

ভাইটাল ম্যাচে কসমোপলিটনকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের

স্ফুলিঙ্গ- ১২৩/৭ **কসমোপলিটন- ১১৩/৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। টানা চতুর্থ জয়। তাও কসমোপলিটন-এর বিজয় রথ থামিয়ে। পক্ষান্তরে, স্ফুলিঙ্গকে অল্প রানে আটকে দিয়ে জয় পেতে পারলো না কসমোপলিটন ক্লাব। মূলতঃ দলীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো ১০ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গের গড়া ১২৩ রানের জবাবে কসমোপলিটন ক্লাব ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের শচীন শর্মা অর্ধশতরান করেছেন। আসরে টানা ৪ ম্যাচে জয়লাভ করে শেষ আটের টিকিট কেটে নিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। দল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার শচীন শর্মা ৪৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, কৌশল আচারা ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং শোভন রূপার্ক ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে সৌরভ কর ৩২ রানে ৩ টি এবং চন্দন রায় ১৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটমন ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বাবুল দে ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, মিহীর হিওয়ানী ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ (অবসৃত), সৌরভ থুব্রিকর ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং তন্ময় দাস ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে তুষার সাহা ২২ রানে এবং বিজয় রায় ২৫ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

সমীরণ স্মৃতি ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে কো: ফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে ওপিসি

মৌচাক - ১১৪/৮ **ও পি সি - ১১৫/৪**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত নবারুণ চক্রবর্তী এবং সপ্তজিৎ দাস। ওই দুজনের হাত ধরেই তৃতীয় জয় পেলো ও পি সি। চার ম্যাচ খেলে। মঙ্গলবার ও পি সি ৬ উইকেটে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাবকে। বিজয়ী দলের নবারুন চক্রবর্তী ৪৯ রান এবং সপ্তজিৎ দাস ৪১ রান করেন। আসরে চার ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় পেয়ে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনালে ও পি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে এ দিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে ও পি সির অধিনায়ক শুভম ঘোষ প্রথমে মৌচাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ও পি সি বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে মোঃ ইয়াসির শেখ ৩৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, রবি শংকর মুড়া সিং ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯, হেমন্ত ভিগনেস ৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং রাহুল মুড়া সিং ৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। ও পি সির পক্ষে অর্কজিৎ রায় ১৪ রানে এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী ২৬ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ও পি সি ১৯ বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নবারুণ চক্রবর্তী চল্লিশ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ এবং সপ্তজিৎ দাস ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। মৌচাকের পক্ষে মোঃ সাইদুল হক ১৩ রানের দুটি উইকেট দখল করেন।

মেজাজ হারালেন যুবরাজ, মাঠেই ঝগড়া বিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে

খেলোয়াড়জীবনে যেমন তাঁর ব্যাট চলত, তেমনই চলত মুখ। মেজাজে থাকতেন যুবরাজ সিংহ। সেই পুরনো মেজাজ আরও এক বার দেখা গেল। ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলা চলাকালীন টিনো বেস্টের সঙ্গে ঝগড়া হয় যুবরাজের। পরিস্থিতি সামলাতে ছুটে আসেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ব্রায়ান লারা। আসেন অন্য ক্রিকেটারেরাও।

রাইপুরের স্টেডিয়ামে ফাইনাল রান তাড়া করছিল ভারত। ১৩ তম ওভারের আগে মেজাজ হারান যুবরাজ। তখন তিনি ও অম্বাতি রায়ডু ব্যাট করছিলেন। আগের ওভারে বল করেন বেস্ট। তার পরেই মাঠের বাইরে যান তিনি। এই বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি যুবরাজ। তিনি আম্পায়ারকে বিষয়টি বলেন। আম্পায়ার বেস্টকে মাঠে নেমে ফিল্ডিং করতে বলেন। মাঠে নেমে যুবরাজকে কিছু একটা বলেন বেস্ট। তার পরেই শুরু ঝগড়া।

বেস্টের কথা শুনে চুপ থাকেননি যুবরাজ। পাল্টা জবাব দেন তিনি। দু'জনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। যুবরাজ আঙুল তুলে কথা বলছিলেন। কেউ থামছিলেন না। পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নামেন লারা। তিনি দু'জনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান। রায়ডুও যুবরাজকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বাকিরাও দুই ক্রিকেটারকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। এই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ডোয়েন স্মিথ ৪৫ ও লেন্ডল সিমন্স ৫৭ রান করেন। ভারতের হয়ে বিনয় কুমার ৩ ও শাহবাজ নাদিম ২ উইকেট নেন। জবাবে ভারতের দুই ওপেনার রায়ডু ও সচিন তেন্ডুলকর ভাল শুরু করেন। সচিনের সেই পরিচিত আপারকাট দেখা যায়। ১৮ বলে ২৫ রান করে আউট হন ভারতের অধিনায়ক। রায়ডু ৫০ বলে ৭৪ রান করেন। যুবরাজ ১৩ ও স্টুয়ার্ট বিন্নী ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ১৭ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ম্যাচ জেতে ভারত।

আইপিএলের আগে ছন্দে জাতীয় দলের 'অবাধ্য' ক্রিকেটার

শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে জাতীয় দল এবং বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। তবে আসন্ন আইপিএলের আগে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ঈশান কিশন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ক্রিকেটার প্রস্তুতি ম্যাচে জোড়া অর্ধশতরান করেছেন। যে আগ্রাসী ভঙ্গিতে দু'টি ইনিংস খেলেছেন তা নজর কেড়ে নিয়েছে।

হায়দরাবাদকে দলকে দু'টি ভাগে ভাগ করে প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের ক্রিকেটার অভিষেক শর্মাকে নিয়ে ওপেন করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ২৩ বলে ৬৪ রান করেন ঈশান। পাওয়ার প্লে-তে বিপক্ষ বোলারদের বল পরের পর মাঠের বাইরে পাঠাতে থাকেন। অভিষেক ৮ বলে ২৮ করে আউট হলেও ঈশান থামেননি। তিনি অষ্টম ওভারে আউট হন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ঈশানেরা নেমেছিলেন ২৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। আবার তাঁর ব্যাট থেকে ঝড় দেখা যায়। এ বার থামেন ৩০ বলে ৭৩ রান করে। আইপিএলে আগের কয়েকটি বছরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছিলেন ঈশান। এক বার ১৫ কোটি টাকা দামও পেয়েছিলেন। তাঁকে অবশ্য ছেড়ে দেয় মুম্বই। মহানিলামে মুম্বইয়ের সঙ্গে লড়াই করেই ১১.২৫ কোটি টাকায় ঈশানকে তুলে নেয় হায়দরাবাদ। আইপিএলে তিন নম্বরে নামতে পারেন ঈশান। অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করবেন ট্রেভিস হেডই। গত বার তাঁদের ওপেনিং জুটি হায়দরাবাদকে অনেক ম্যাচে জিততে সাহায্য করেছে। সেই জুটি ভাঙা হবে না। তাই মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করলেও নতুন দলে ঈশানকে নামতে হবে তিনে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেটে দ্বিশতরান করলেও ঈশানকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়।

তাঁর কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ঘরোয়া ক্রিকেটে বার বার ফিরতে বলা হলেও বিভিন্ন কারণে টালবাহানা করেছেন। অনেক পরে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন। আইপিএল তাঁর কাছে জাতীয় দলে ফেরার মঞ্চ হতে চলেছে।

ইউনাইটেড বিএসটিকে হারিয়ে তৃতীয় জয়ের সৌজন্যে সংহতি শেষ আটের লক্ষ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে সংহতি ক্লাব। এ নিয়ে তৃতীয় জয় পেয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগ ক্রিকেটে গ্রুপ-এ তে সংহতি চতুর্থ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয় পেয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। মঙ্গলবার হারিয়েছে দুর্বলতর টিম ইউনাইটেড বিএসটিকে। ৯০ রানের ব্যবধানে। বেলা একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সংহতি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের আরুশ শাব্রাওয়াল দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখায়। ৪০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া সঞ্জয় মজুমদারের ৩৪ রান এবং শ্রীদাম পালের ৩১ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র টুটন সিং ২৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। সংহতির চিরঞ্জিত পাল ও অজয় সরকার দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

অজানা কথা ফাঁস অশ্বিনের

দেশের হয়ে ১০৬টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। তবে অবসর নিতে চেয়েছিলেন শততম টেস্টেই। তার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। তবু সেই কাজ করতে পারেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রবিবার এক অনুষ্ঠানে ধোনিকে পাশে বসিয়ে নিজেই সে কথা বলেন ভারতের অফস্পিনার।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে আচমকা অবসর নেন অশ্বিন। ব্রিসবেন টেস্ট শেষ হওয়ার পরেই অবসর ঘোষণা করে ফিরে আসেন দেশে। তবে অশ্বিন জানিয়েছেন, গত বছর মার্চ মাসে ধরমশালায় শততম টেস্টের পরেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন।

এক অনুষ্ঠানে অশ্বিন বলেছেন, "শততম টেস্টে নামার আগে ধোনিকে ডেকেছিলাম, যাতে ওর হাত থেকে মেমেন্টো নিতে পারি। আমি চেয়েছিলাম ওটাই আমার শেষ টেস্ট হোক। কোনও ভাবে তা সম্ভব হয়নি। তবে ভাবতেও পারিনি আবার সিএসকে-তে নিয়ে ধোনি আমাকে এত বড় উপহার দেবে। মাহিকে অনেক ধন্যবাদ। চেন্নাইয়ে যোগ দিতে পেরে আমি আপ্লুত।

আইপিএলের শুরু থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের ক্রিকেটার ছিলেন অশ্বিন। এর পর পুণে, পঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান দলে খেলেছেন। এক বছর পর আবার ফিরেছেন চেন্নাইয়ে।

সেই প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেছেন, "২০০৮ সালে প্রথম আইপিএলের সময় সিএসকে সাজঘরে ম্যাথু হেডেন, ধোনির মতো তারকাদের দেখতে পেয়েছিলাম। তখন আমি কেউ ছিলাম। মুথাইয়া মুরলীধরন যে দলে রয়েছে সেখানে আমি কে? ধোনি আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। নতুন বলে ক্রিস গেলের সামনে বল করার সুযোগ দিয়েছে।"

বিসিসিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত জেসিসি-র

জে সি সি - ১৮১/৮ **বি সি সি - ১১৩/৮**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক। তৃতীয় জয় পেলো জে সি সি। চার ম্যাচ খেলে। মঙ্গলবার দলকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন দলনায়ক রজত দে এবং হিমাংশু সিং এর দুরন্ত ব্যাটিং। তাতেই ৬৮ রানে পরাজিত করলো বি সি সিকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এদিন এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি-র গড়া ১৮১ রানের জবাবে বি সি সি ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে জে সি সি নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান করে। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দলনায়ক রজত দে। শেষ দিকে হিমাংশু সিং ঝড়ো ব্যাট করে দলকে বড় স্কোরে করে নিয়ে যান। দলের পক্ষে হিমাংশু সিং ২৯ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১, রজত দে ২৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ এবং সারাংশ চৌবে ২৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে সুভাষ চক্রবর্তী ২৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বি সি সি নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে তন্ময় ঘোষ ৩৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, কৃতিদীপ্ত দাস ২৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং কৃষ্ণ কমল আচার্য্য নয় বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে পারভেজ সুলতান ২২ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। আসরে তিন ম্যাচে জয় পেয়ে শেষ আটের রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার করে নিলো জে সি সি।

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট যুদ্ধ নিয়ে ছক্কা হাঁকালেন মোদি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে দুরমুশ করেছে ভারত। এখনও তার রেশ কাটেনি ভক্তদের মধ্যে। এবার ভারত-পাক ক্রিকেট যুদ্ধ নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সাফ জানিয়ে দিলেন, ফলাফলই বলে দিচ্ছে দুই দেশের দ্বৈরথে সেরা কোন দল?

গ্রুপ পর্বে রীতিমতো দাপট রেখে পাক বাহিনীকে হারান রোহিত শর্মারা। সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট কোহলি। লেক্স ফ্রিডমানের পডকাস্টে ক্রিকেট নিয়েও মুখ খুললেন মোদি। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দুদেশের মধ্যে সেরা কারা?

প্রথমে একটু সাবধানেই খেলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যদি টেকনিকের দিক থেকে বলা হয়, তাহলে আমি বিশেষজ্ঞ নই। যাঁরা এই নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরাই মতামত দিতে পারবেন যে, কোন প্লেয়ার সেরা।" তার পরই চিরাচরিত ঢংয়ে ছক্কা হাঁকালেন মোদি। বললেন, "কখনও কখনও ফলাফলই বলে দেয় কারা সেরা। কিছুদিন আগেই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হয়েছে। সেখানে ফলাফলই বলে দিয়েছে কোন দল সেরা। আমরা তো সেভাবেই জানতে পেরেছি।"

তবে শুধু ক্রিকেট নয়, সব ধরনের খেলাধুলো নিয়ে মতামত রেখেছেন মোদি। তিনি বলেন, "খেলাধুলোর মধ্যে সেই শক্তি আছে, যা গোটা বিশ্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সব দেশকে একত্রিত করতে পারে। তাই আমি সব সময় খেলাধুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বিবর্তনে খেলার ভূমিকা রয়েছে।" সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর চোখে সেরা ফুটবলার কে? মোদির বলেন, "আটের দশকে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হত, তাহলে একটা নামই সামনে আসত। তিনি মারাদোনা। ওই প্রজন্মের নায়ক ছিলেন মারাদোনা। তবে আজকের প্রজন্মকে জিজ্ঞেস করলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলবে লিওনেল মেসি।"

বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে পাক বোর্ডকে তোপ প্রাক্তন স্পিনারের

পাকিস্তানের ক্রিকেটে এখন এক জনই তারকা। অথচ তাকেও ঠিক মতো আগলে রাখতে পারে না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বাবর আজমকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ দেওয়া মেনে নিতে পারেননি প্রাক্তন ক্রিকেটার সঈদ আজমল। দেশের ক্রিকেট কর্তাদের বিরুদ্ধে সরব তিনি।

ধারাবাহিক ব্যর্থতায় বিরক্ত পিসিবি কর্তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিপর্যয়ের পর কড়া পদক্ষেপ করেছেন। নিউ জিল্যান্ড বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে বাদ দিয়েছেন বাবরকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের মন্থর ব্যাটিং নিয়েও বিরক্ত তাঁরা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আজমলের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আপনাদের কাছে তো এক জনই তারকা রয়েছে। তাকেও যদি হেয় করেন, তা হলে আপনারা ক্রিকেট চালাবেন কী ভাবে? এ গুলোই বড় সমস্যা। আমাদের প্রাক্তন ক্রিকেটারদেরও মুখ বন্ধ রাখা উচিত।" আজমল বোঝাতে চেয়েছেন, অতিরিক্ত সমালোচনা ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। তাঁরা আরও চাপে পড়ে যান। প্রভাব পড়ে পারফরম্যান্সে। বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, "এক জন ক্রিকেটার আর এক জনকে বুঝবে, এটাই প্রত্যাশিত। খারাপ সময় খেলোয়াড়জীবনের অংশ। কেউ সারা জীবন একই ভাবে ক্রিকেট খেলতে পারে না। সচিন তেন্ডুলকরও প্রতি ম্যাচে ১০০ করতে পারেননি।"

পিসিবির সমালোচনা করে আজমল বলেছেন, "বাবর, মহম্মদ রিজওয়ানদের ভুল ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এমন নয় যে ওরাই শুধু দল হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে আর বাকি সব দল সফল হয়েছে। নির্বাচকদের উচিত বাবরের সঙ্গে আলাদা করে বিশ্রামের ব্যাপারে কথা বলা। তাতে ও আরও শক্তিশালী ভাবে ফিরে আসতে পারবে। এটাই পদ্ধতি হওয়া উচিত। বাবর এবং রিজওয়ান দু'জনেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। সেরা খেলোয়াড়দের মতোই ওদের পরিসংখ্যান। পার্থক্য হল, খুব আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় না ওদের। তবু অন্য দের মতোই রান করে দু'জন।" তিনি আরও বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হঠাৎই একটু আগ্রাসী হয়ে গিয়েছে। আমাদের ছেলেরাও সেটা বুঝতে পারছে। তবে আমাদের ক্রিকেটারেরা যদি আগ্রাসী না হয়েও ম্যাচ জেতাতে পারে, তাতে ক্ষতি কী? ওরা ম্যাচ জেতাতে পারে, তা বহু বার প্রমাণিত। বিরাট কোহলির মতো ব্যাটারও আগ্রাসী হওয়ার আগে ধীরে ধীরে নিজের ইনিংস তৈরি করে। কোহলির খেলার ধরণ ওটাই।"

আজমলের মতে বাবর, রিজওয়ানদের মতো ক্রিকেটারদের আরও বেশি যত্ন প্রয়োজন। পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের উচিত তাঁদের পাশে থাকা। আগলে রাখা। উল্লেখ্য, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৯১ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের ইনিংস। ৯ উইকেট হারতে হয়েছে সলমন আঘার দলকে।

পাঁচ বছর আগের ঘটনা নিয়ে আইপিএলের আগে আবার আক্ষেপ ধোনির

মাঠের ভেতরে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য তাঁকে 'ক্যাপ্টেন কুল' বলে ডাকা হয়। সেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনি অবশ্য সব সময় শান্ত থাকতে পারেন না। তাঁরও মাথা গরম হয়। সে রকমই একটি ঘটনার কথা ধোনি নিজেই উল্লেখ করলেন। আইপিএলের আগে পাঁচ বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে জানালেন, বড় ভুল করেছিলেন সে দিন।

২০১৯ সালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন ধোনি। সেই ম্যাচের শেষ ওভারে রাজস্থানের বেন স্টোকস একটি স্লোয়ার বল করতে গিয়েছিলেন। তবে বল তাঁর হাত থেকে পিছলে ফুল টস হয়ে কোমরের উচ্চতায় উড়ে এসেছিল। বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার 'নো বল' ডাকলেও, স্কোয়্যার লেগ আম্পায়ার সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন। ওই ঘটনাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন ধোনি। ডাগআউট থেকে মাঠে নেমে আম্পায়ারদের সঙ্গে অনেক ক্ষণ তর্ক করেন।

ক্রীড়া সঞ্চালক মন্দিরা বেদির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ওই ঘটনা নিয়ে আক্ষেপের কথা জানিয়েছেন ধোনি। বলেছেন, "মেজাজ হারানোর ঘটনা অনেক বারই ঘটেছে। আইপিএলের একটা ম্যাচে আমি হঠাৎ করে মাঠে ঢুকে পড়েছিলাম। খুব বড় ভুল হয়েছিল ওটা। সেটা ছাড়াও এমন বেশ কয়েকটা উদাহরণ রয়েছে যেখানে আমি কোনও কিছুতে মেজাজ হারিয়েছি।"

কেমন এমনটা হয় সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন ধোনি। বলেছেন, "আমরা এমন একটা খেলা খেলি যেটা খুব উত্তেজক। সব ম্যাচই জেতার একটা চাপ থাকে। তাই জন্যই আমি সবাইকে পরামর্শ দিই, রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে নিজের মুখ বন্ধ রাখো এবং ঘটনার জায়গা থেকে সরে যাও। চাপ সামলাতে গভীর নিঃশ্বাস নিলেও অনেক সময় ভাল কাজ করে।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

প্রত্যাহারের দাবি সংগ্রাম পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে সাম্প্রদায়িক ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ। অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে সর্বত্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে পরিষদ।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কে. ধীরেন্দ্র সিংহ বলেন,দেশের শ্রমজীবী আমজনতা আর পিছে পড়া জনগনের স্বার্থকে অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ" কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর স্বার্থে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আরও একটি চক্রান্ত করে করেছে ওয়াকফ আইন সংশোধনের নামে। এই ওয়াকফ আইন সংশোধনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পরিষদের সদস্যরা।

তিনি বলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ"রা দিল্লির মসনদে বসেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক মুখ বিজেপি ভারতীয় আমজনতার প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়ে আদানি আম্বানির মতো কর্পোরেট বন্ধুদের স্বার্থে একের পর এক অগণতান্ত্রিক, অমাংবিধানিক এবং জনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহন করতে থাকে।

তিনি আরো বলেন, অসাংবিধানিকভাবে ওয়াকফ আইনকে সংশোধন করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যেমন খর্ব করতে চাইছে তেমনি ওয়াকফ আইন সংশোধনের নামে আবারও ধর্মীয় বিভাজনকে নিশ্চিত করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদির বিজেপি। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এই সংশোধনী বিলকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। চাইছে যেনতেন প্রকারে ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে সংসদে পাশ করিয়ে নিতে। ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এধরনের চক্রান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে। দাবি করছে সাম্প্রদায়িক ও অসাংবিধানিক ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করার জন্য।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলা হয়, ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ মনে করছে, ওয়াকফ আইন ১৯৯৫ মোতাবেক যেখানে ওয়াকফ সম্পত্তির সংরক্ষণ করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের ৪০ টির ও বেশি ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধন, ব্যাবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন আনার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। ফলে ওয়াকফ আইন সংশোধন করা মানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করা। অর্থাৎ এই সংশোধনী মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাছাড়া সংশোধনিতে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাতে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা হ্রাস করা হবে, পরিবর্তে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ওয়াকফ জমি বেদখলের ঝুঁকি আরও বাড়বে। ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিমদেরও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মোদ্দা কথা ওয়াকফ বোর্ড থাকবে নামকাওয়াস্তে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ সাম্প্রদায়িক, অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ও হুশিয়ারি দিয়েছেন নেতৃত্বরা।

আগুনে পুড়লো বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ মার্চ: মঙ্গলবার বিকেলে চড়িলাম রাজিব কলোনি এলাকায় বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিট এর কারণে বিধ্বংসী আগুনে গ্রামের অসহায় দরিদ্র পরিবারের কর্তা নারায়ন দাসের বসতঘর সহ যাবতীয় সমগ্র কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায় ।বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিট থেকে ঘরের মধ্যে আগুন লেগে সবকিছু ছাই হয়ে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পূজা দাসের কাগজপত্র সহ সবকিছু শেষ হয়ে যায়। বিশালগড় দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসার আগেই আগুন সবকিছু গ্রাস করে নেয়। পরিবারটি একেবারে পথে বসে গিয়েছে। সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে পরিবারটি। রাতের বেলায় মহকুমা প্রশাসন এবং চড়িলাম মণ্ডল সভাপতি তাপস দাস তাদের বাড়িতে ছুটে যান। মহকুমা প্রশাসন থেকে ৪০ হাজার টাকার চেক পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ও রাতের খাবার দাবার সহ অন্যান্য সামগ্রী ব্যবস্থা করে দেয় চড়িলাম এর মন্ডল সভাপতি তাপস দাস। তাছাড়া পূজা দাসকে মহকুমা প্রশাসন ও মন্ডল সভাপতি আশ্বাস দেয় সামনের পরীক্ষার যাবতীয় বই সহ যা যা দরকার সবকিছুই তারা ব্যবস্থা করে দেবে। এছাড়া পরীক্ষাতে বসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তারা।

অসুস্থ ছাত্রের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মার্চ: স্কুল পড়ুয়া ছাত্র হৃদয় দাস দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগ আক্রান্ত হয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করে পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ।বর্তমান বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষকে পাশে থেকে কাজ করার প্রবণতা নেতা মন্ত্রী থেকে বিধায়কদের দেখা যায়। ব্যতিক্রম নয় বিজেপি ২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডলের বিজেপির কার্যকর্তারা। দুঃস্থ গরিব মানুষদের সাহায্য থেকে শুরু করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার মানসিকতায় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে মন্ডলের কার্যকর্তারা। উল্লেখ্য, কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সাউথ ঘিলাতলী এলাকার প্রয়াত বাসিন্দা সূর্য্য দাসের স্কুল পড়ুয়া ছাত্র হৃদয় দাস দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগ আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না হৃদয় দাসের মা। এই খবর শুনতে পেরে বিগত কিছুদিন পূর্বে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা পিনাকী দাস চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় মন্ডল কার্যালয় থেকে চিকিৎসা বাবদ এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়। বর্তমানে হৃদয় দাসের চিকিৎসা চলছে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বুধবার তার জটিল রোগের অপারেশন করা হবে বেসরকারি হাসপাতালে। তার জন্য রক্তের প্রয়োজন। মঙ্গলবার ২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে জয়ন্ত দাস, রুপম দাস, জয় ঘোষ দুলাল অধিকারী এই চারজন হৃদয় দাসের জন্য বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে আসেন। তবে মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য রক্তদানের মতো মহৎ দানের উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এক হাজারেরও বেশি মুমূর্ষু রোগীদের রক্তদানের মাধ্যমে রক্তদানের মহৎ উদ্দেশ্যকে সাফল্যের শীর্ষস্থানে নিয়ে গেছেন।

পুস্পবন্ত প্যালেস হোটেল বানানো নিয়ে আমরা বাঙালীর প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: পুস্পবন্ত প্রাসাদে তাজ হোটেল বানানোর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানালো আমরা বাঙালি দল। এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও তিপ্রা মথা দলের ভূমিকতেও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি তিপ্রা মথাকে খুশি করার জন্য এডিসিকে ২৫৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে জনজাতিদের উন্নয়নে ও তৎসঙ্গে ২০০ তিপ্রাসাকে তাজ হোটেলের মধ্যে চাকরি দেওয়া হবে এই ভিত্তিতে রাজ্য সরকার ও টাটা গ্রুপের সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয় মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম এন্ড কালচারাল সেন্টারকে তাজ হোটেল গ্রুপের হাতে তুলে দিয়েছে একটি ফাইভ স্টার হোটেল বানানোর জন্য।

রাজ্যের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক বিসর্জন দিয়ে পাহাড়ী বাঙালীদের আবেগ জড়িত মাণিক্য রাজাদের অতিথিশালাকে ধ্বংস করে তাজ হোটেল বানানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অথচ এর সামনেই আছে আন্তর্জাতিকমানের একটি হোটেল। সরকার হোটেল বানাবে রাজ্যের উন্নয়নে এতো ভালো কথা। অন্যত্র জায়গা পছন্দ করে তাজ হোটেল বানানোর জন্য চেষ্টা করতে পারতো। কারণ এই পুস্পবন্তের সাথে যেমন মাণিক্য রাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তেমনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেগও জড়িয়ে আছে। যার আরেকটি নাম ছিল কুঞ্জবন প্রাসাদ নামে পরিচিত। এটি ছিল মাণিক্য রাজাদের অতিথি শালা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ বারের মতো ১৯২৬ সালে ত্রিপুরা রাজপরিবারের আমন্ত্রণে আসেন তখন মাণিক্য রাজাদের এই অতিথিশালাতেই কবি ছিলেন। আর তখনই বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের অনুরোধে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নামের সাথে মিল রেখে কুঞ্জবন প্রাসাদের নাম রাখেন পুস্পবন্ত প্রাসাদ। এই প্রাসাদটি একশত বছরের পুরনো ঐতিহ্য। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন সহ বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাবার শ্রমিকরা প্রতিবাদে ঘেরাও আরপিসি সদর ডিভিশনের ওসিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: বেতন সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাবার শ্রমিকরা। এমনটাই অভিযোগে বিশ্রামগঞ্জের পাথালিয়াঘাটস্থিত আরপিসি সদর ডিভিশনের ওসি অনন্ত শর্মাকে ঘেরাও করেন বঞ্চিত শ্রমিকরা।

প্রসঙ্গত, জীবন জীবিকা নির্ভর করার একমাত্র উৎসই হল রাবার বাগান। সেই রাবার শ্রমিকদের বেতন সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ এনে পাথালিয়া ঘাট আরপিসি সদর ডিভিশনের ওসি অনন্ত শর্মাকে সোমবার সকালে ঘেরাও করেন বঞ্চিত শ্রমিকরা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পাথালিয়া ঘাট আরপিসি সদর ডিভিশন টিএফডিপিসি লিমিটেডের আন্ডারে ৪৪ জন রাবার শ্রমিক কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে বেতন সহ বাগানে কাজ করার পোশাক সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন রাবার দপ্তর। একাধিকবার উনারা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের কাছে সে বিষয় নিয়ে দাবি জানালেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বাধ্য হয়ে সোমবার সকালে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে ওসি অনন্ত শর্মাকে ঘেরাও করে রাখেন।

তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কাজে যোগদান করছেন না। এদিকে ওসি অনন্ত শর্মার কাছ এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোন কিছু বলতে রাজি নয়।

৫০ জন চাষীদের নিয়ে রাঘুনাথপুর গ্রামে একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ মার্চ: মঙ্গলবার সকালে ৫০ জন চাষীদের নিয়ে বিশালগড় কৃষি মহকুমার অধীনে রাঘুনাথপুর গ্রামে বিশালগড় কৃষি সেক্টর আধিকারিকগন একদিনের প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত করে গ্রীষ্মকালীন মুগ ডাল, মাশকলাই ডাল চাষের উপর।

কৃষি তত্ত্বাবধায়ক বিশালগড় এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজক ছিলেন যৌথভাবে ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়, লেম্বুছড়া ও ভারতীয় ডাল গবেষনা কেন্দ্রে , কানপুর উত্তরপ্রদেশ। এই প্রশিক্ষন কর্মশালাতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েতে সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বিশালগড় পঞ্চায়েতে সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শংকর সাহা, ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয় এর অধ্যাপক ড: অভিজিৎ সাহা, ড : দুর্গা প্রাসাদ আবস্থী, ড: রঞ্জনা প্রসাদ , কৃষি দপ্তরের সিনিয়র সহকারী অধিকর্তা মনীষা দাস, সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত , সার্কেল ইনচার্জ উত্তম দেববর্মা সহ অন্যান্য কর্মী গণ।

মোট ৫০ কানি(৮ হেক্টর) জমিতে গ্রীষ্মকালীন ডাল(মুগ, মাশকলাই) চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাল চাষ, রোগ পোকা দমন , মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন জৈব/ জীবাণু সারের প্রয়োগ, মেশিনের মাধ্যমে (সীড ড্রিল) বীজ বপন নিয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে ১৫০ কেজি ডাল বীজ , জৈব/ জীবাণু সার বিতরণ করা হয়েছে ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয় , লেম্বুছড়া ও ভারতীয় ডাল গবেষনা কেন্দ্রে কানপুর উত্তরপ্রদেশ এর উদ্যোগে। কৃষি দপ্তর থেকে সার, জৈব সার, জমি তৈরি করার খরচ, আর্থিক সহায়তায় প্রদান করা হচ্ছে চাষীদের উৎসাহ প্রদান করতে।

হোস্টেল পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের অভাব অভিযোগ শুনলেন মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মার্চ: শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করে চলেছে। মঙ্গলবার সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের হেজামারা আর ডি ব্লকের অধীন সুরেন্দ্র নগর গার্লস এবং বয়েজ হোস্টেলে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। দুইটি হোস্টেলে পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন।

তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জানতে চায় হোস্টেলে কোন ধরনের সমস্যা রয়েছে কিনা। পড়াশোনা করতে কোন অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছে কিনা ছাত্র-ছাত্রীরা।কারণ তিনি মনে করেন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বললে তাদের সমস্যা গুলির কথা জানা সম্ভব হবে। তাই আমি পরিদর্শনকালে বেশিরভাগ কথাবার্তা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বলে থাকেন বলে তিনি জানান। আরো জানান তারা তাদের মনে কথাগুলি মন্ত্রী হিসেবে না দেখে আপন ভেবে বলতে পারে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খোলামেলা বাতায়নে কথা বলা যায়। তিনি আশাবাদী ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনগুলিতে মন্ত্রী হিসেবে না দেখে খোলামেলাভাবে উনার সাথে কথা বলবে। কারণ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হোস্টেল গুলি থেকে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে। এমন কিছু অভিযোগ রয়েছে যেগুলি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করার মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য স্কুল বা হোস্টেল গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে একান্ত প্রয়োজন। তবেই একদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বড় হয়ে সামাজিক দ্বায়ভার সামলাতে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

অগ্রজের কুড়ালের ঘায়ে রক্তাক্ত অনুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ মার্চ।। মায়ের দেখভাল কে করবে? মায়ের দেখভালের দায়িত্ব এড়াতে চাইছিল দুই ছেলেই। আর তা নিয়েই চরম পরিণতি। বড় ভাইয়ের কুড়োলের আঘাতে মারাত্মক আহত ছোট ভাই। অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ খোয়াই থানার অন্তর্গত মারেহাদুক এলাকায়। আহত কার্তিক মুন্ডা(৩০)। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পরিবারিক বিবাদের জেরে বড় ভাই আকাশ মুন্ডা তার ছোট ভাইকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে। আহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে চিকিৎসক তার অবস্থা বেগতিক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

সিভিক একশন প্রোগ্রামের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: সীমান্তবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানপর পাশাপাশি পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাতে সিভিক একশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে বিএসএফ ৮১ নং বাহিনী। এদিন ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

আজ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার রাকেশ সিনহার উপস্থিতিতে বাহিনীর লালটিলা বিওপির অন্তর্গত নির্ভয় পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আয়োজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আম্বেদকর ছাত্রীনিবাসে জনজাতি ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: আগরতলা ডক্টর বিআর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাস থেকে এক উপজাতি ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অমৃত ছাত্রের নাম রিচা দেববর্মা। সে গার্লস বোধজং বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ অন্যান্য ছাত্রীরা এসে হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জানাই হোস্টেলের একটি রুমে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এক ছাত্রী। তড়িঘড়ি আধিকারিকরা ছুটে গিয়ে দেখতে পান হোস্টেলের একটি রুমে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে রিচা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। আজ ওই একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বিদ্যালয় ও গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন অন্যান্য ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কি কারনের রিচা আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সে বিষয়ে কোন কিছুই আজ করতে পারছেন না কেউই। অন্যান্য ছাত্রীদের বক্তব্য, ছাত্রী নিবাসের অন্যান্যদের সঙ্গে কোন ধরনের ঝামেলা ছিল না। আজ স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যালয়েও গিয়েছিল সে। কিন্তু সবার অলক্ষে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটালো নাকি তার পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে তার তদন্ত নেমেছে পুলিশ। মৃত রিচা দেববর্মার বাড়ি মনু লংতরাইভ্যালিতে। সহপাঠীর মৃতদেহ উদ্ধারে ছাত্রী নিবাসের অন্যান্য ছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্লকভিত্তিক লাইভ স্টক মেলায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ মার্চ: এই সময়ের মধ্যে প্রাণিসম্পদ এবং প্রাণী পালন দপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর বিভিন্ন স্তরের প্রাণী পালকদের উৎসাহিত করার জন্য রকমারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরকমই উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গায় লাইভ স্টক বা গবাদি পশুদের নিয়ে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়। একই রকম ছবি আজ পরিলক্ষিত হয়েছে কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত রতিয়া এলাকাতে। ব্লক ভিত্তিক গবাদি পশুর প্রদর্শনীতে ব্লক এলাকার বিভিন্ন স্তরের নানান পর্য্যায়ের প্রাণী পালকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই আয়োজনে কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারম্যান সোমেন গোপ আলোচনা করতে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে প্রাণী পালনের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে বলে দাবি করেন। পাশাপাশি শ্রী গোপ আগামী দিনে দপ্তরের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রাণী পালনের ক্ষেত্রকে বিকশিত করার আহ্বান রাখেন। এদিনের এই প্রদর্শনীতে দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন স্তরের প্রাণী পালকদের উৎসাহিত করার জন্য নানান পর্য্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়।

পাশাপাশি দপ্তরের তরফ থেকে দাবি করা হয় এই সময়ের মধ্যে দপ্তর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন স্তরের প্রাণী পালনের ক্ষেত্রকে বিকশিত করার জন্য সাধ্যমত ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং আগামীদিনেও সকলের প্রচেষ্টায় গোটা কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় প্রাণী পালনের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক এমনটাই বারবার আজকের এই আয়োজন থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই আয়োজনে অন্যান্যদের মাঝে কল্যাণপুর ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ডক্টর প্রাণ গোপাল দাস, সহকারি অধিকর্তা ড মৌসুমি দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার ফটিকরায়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন শাখার উদ্বোধনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

৮ম উত্তর-পূর্ব যুব উৎসব ২০২৫-এ যোগ দিতে রওনা দিলেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: সিকিমের গ্যাংটকে আয়োজিত ৮ম উত্তর-পূর্ব যুব উৎসব ২০২৫-এ অংশ নিতে উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্যরা ত্রিপুরা থেকে রওনা হয়েছেন। এই উৎসবটি ১৭ থেকে ২০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তরুণ প্রতিভারা তাঁদের দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতা উপস্থাপন করবেন।

উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্যরা 'যুবা কৃতি' বিভাগে অংশগ্রহণ করছেন। যেখানে তাঁরা নিজেদের তৈরি বাঁশ ও বেতের শিল্পকর্ম ও ক্র্যাফটের বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রদর্শন করবেন। পাশাপাশি, সংস্থার কিছু সদস্য উৎসবের সাক্ষী (উইটনেস) হিসেবেও উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সংস্থাটি গত বছরের নভেম্বরে আয়োজিত ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল। সেই সাফল্যের ফলস্বরূপ এবার উত্তর-পূর্ব যুব উৎসব ২০২৫-এ অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে তারা। এই উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার সদস্যরা তাঁদের শিল্প ও সংস্কৃতিকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরতে পারবে এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

উত্তর জেলা সফরে প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ: দুদিনের উত্তরজেলা সফরে এসে বিভিন্ন মন্ডলে সাংগঠনিক সভা করছেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। উত্তর জেলার বাগবাসা মন্ডলে সাংগঠনিক বৈঠকের পর মঙ্গলবার ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মন্ডলে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন দুই নং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় কদমতলা চন্দ্রকলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক বৈঠক।

বৈঠকে প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কাজল দাস, সহ সভাপতি করুনাময় নাথ,কদমতলা-কুর্তি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ সহ অন্যান্যরা।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি বলেন, ধীরে ধীরে কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা থেকে বিরোধীরা মুছে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে এই বিধানসভায় দুটি বিরোধী গ্রাম পঞ্চায়েতও বিজেপি দলের অনুকূলে আসবে ।তাছাড়া আগামী দিনে আরো বিরোধী পঞ্চায়েত বিজেপি দল দখল নেবে।

অপরদিকে, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, বর্তমানে তিনি রাজ্য কমিটির কোর কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন মন্ডলে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন। মূলতঃ দলকে মজবুত ও শক্তিশালী করতেই এই সাংগঠনিক বৈঠক। তিনি আশাবাদী আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর জেলার ছয়টি বিধানসভা থেকে কমপক্ষে পাঁচটি বিধানসভায় বিজেপি দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন। তিনি আরো বলেন,২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে অল্প ভোটে হেরে যাওয়া কদমতলা-কুর্তি বিধানসভার বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো বলে তিনি জানান ।তাছাড়া এই বিধানসভায় প্রায় বাইশ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ।সেক্ষেত্রে সেদিকেও নজর রয়েছে প্রদেশ নেতৃত্বের। পাশপাশি এদিনের বৈঠকে মন্ডলের উদ্যোগে চুরাইবাড়ি এলাকার পূজা পাল নামের রাজ্যস্তরীয় এক মহিলা ক্রিকেটারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কদমতলায় সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: কদমতলা কুর্তি মণ্ডল কার্যালয়ের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কদমতলা চন্দ্রকলা হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি কাজল দাস এবং প্রাক্তন সাংসদ (পূর্ব ত্রিপুরা) রেবতী মোহন ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বৈঠকের শুরুতে ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ করা হয়। এরপর মূল সাংগঠনিক আলোচনা শুরু হয়, যেখানে আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা কীভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করতে পারে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।এদিন বক্তারা দলের নীতিমালা, সাংগঠনিক কৌশল এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দলের কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সাংগঠনিক বৈঠকের মাধ্যমে দলীয় কর্মীরা নতুন দিকনির্দেশনা পেয়ে আগামী দিনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ হন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas